POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

'এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।'

(আল-বাকারা: ১১৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 11
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 ই মার্চ, 2018 26 জামাদিস সানি 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আমি সর্বশক্তিমান খোদার শোকর করি যে, আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী কেবল মুসলমানই নহে, বরং পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহারা সকলেই আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী। فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

১১৩ নং নিদর্শনঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী।

شَاتَانِ تُذْبَحَانِ- وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ দুইটি ছাগকে যবাই করা হইবে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে পরিশেষে তাহারা সকলেই মরিবে। ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইহার অর্থ বুঝি নাই; বরং নিজের চিন্তার দ্বারা অন্যান্য জায়গায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু যখন মরহূম মৌলবী সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ এবং তার পুণ্যবান ছাত্র শেখ আব্দুর রহমানকে কাবলের আমীরের ইঙ্গিতে অন্যায় যুলুমের মাধ্যমে হত্যা করা হইল তখন ইহা দিবালোকের ন্যায় আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এই দুইজন বুযুর্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইয়া গেল। কেননা, شاة (অর্থ: ছাগ- অনুবাদক) শব্দটি নবীগণের কেতাবে কেবল নেক মানুষদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। আমার সারা জামাতে এ যাবৎ এই দুইজন বুযুর্গ ছাড়া কেহ শহীদ হয় নাই। যে সকল আমার জামাতের বাহিরে এবং ধর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত তাহাদের সম্পর্কে شاة শব্দটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পর্কে আরও একটি যুক্তি এই যে, এই ইলহামের সহিত এই বাক্যটিও রহিয়াছে। لَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا অর্থাৎ তুমি দুর্বল হইয়া পড়িও না এবং দুঃখিত হইও না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা এইরূপ মৃত্যুর ব্যাপার হইবে যাহা আমার দুঃখ ও শোকের কারণ হইবে। বলা বাহুল্য, দুশমনের মৃত্যুতে কোন দুঃখ হয় না। যখন সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ শহীদ এই স্থানে কাদিয়ানেই ছিলেন ঐ সময়ও তাহার সম্পর্কে এই ইলহাম হইয়াছে- قُتِلَ خَيْبَةً وَزِيْنَ هَيْبَةً অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতে নিরাশ হওয়া অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার মরিয়া যাওয়া খুবই ভয়াবহ হইবে।

১১৪ নং নিদর্শন: প্লেগ বিস্তৃত হইয়া পড়া সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইল। الامراض تشاع والنفوس تُضاع- অর্থাৎ ব্যাধি বিস্তৃত করা হইবে এবং প্রাণের লোকসান হইবে। যাহার ইচ্ছা হয় দেখিয়া লউক যে, আমি এই ইলহাম প্লেগের বিস্তৃতির পূর্বেই আল্ হাকাম ও আল্ বদর পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। ইহার পর পাঞ্জাবেব প্লেগের এত প্রাদুর্ভাব হইল যে, হাজার হাজার গৃহ মৃত্যুর দরুন বিরান হইয়া গেল।

১১৫ নং নিদর্শন: প্লেগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সিরাজুম মুনীরা পুস্তকে লিপিবদ্ধ- ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী يامسيح الخلق عدوانا অর্থাৎ, হে ঐ মসীহ, যাহাকে সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তুমি আমাদের প্লেগের সংবাদ গ্রহণ কর। ইহার পর ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং হাজার হাজার খোদার বান্দা প্লেগে ভীত হইয়া আমার দিকে দৌড়াইল, যেন তাহাদের মুখে এই বাক্যই ছিল يامسيح الخلق عدوانا আর এই ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে আমার পুস্তক সিরাজুম মুনীরে লিপিবদ্ধ আছে, তেমনিভাবে শত শত ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্বে ইহা সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল।

১১৬ নিদর্শন: একবার ভোরে আমার মুকে খোদার ওহী জারী হইল। **'আব্দুল্লাহ খান ডেরা ইসমাঈল খান'** (অর্থ ডেরা ইসমাঈল খানের আব্দুল্লাহ্ খান- অনুবাদক) আমার হৃদয়ে ভাবোদ্রেক করা হইল যে, এই নামের এক ব্যক্তি কিছু টাকা পাঠাইবে। আমি কয়েকজন হিন্দু, যাহারা ওহীর ধারা জারী থাকার ব্যাপারে অস্বীকারকারী এবং অনেক কিছুই বেদে সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাসী, তাহাদের নিকট খোদার এই ইলহাম সম্পর্কে বলিলাম। আমি বলিলাম, যদি আজ এই টাকা না আসে তবে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। ইহাদের মধ্যে একজন হিন্দুর নাম ছিল বসন দাস। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। সে আজকাল এক স্থানের আমীন। সে বলিয়া উঠিল, আমি এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিব এবং আমি পোস্ট অফিসে যাইব। ঐ সময়ে কাদিয়ানে দুপুরের পর দুইটায় ডাক আসিত। সে তখনই পোস্ট অফিসে গেল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জবাব আনিল যে, প্রকৃতপক্ষে আব্দুল্লাহ্ খান নামক এক ব্যক্তি ডেরা ইসমাঈল খানে একস্ট্রা এ্যাসিস্টেন্ট। তিনি কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। ঐ হিন্দু নেহায়েত অবাক ও বিস্মিত হইয়া বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল যে, এই ব্যাপারটি আপনাকে কে বলিয়াছে। তাহার চেহারায় অবাক ও হতভম্ব হওয়ার চিহ্নাবলী সুস্পষ্ট ছিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, এই ব্যাপারটি তিনিই আমাকে বলিয়াছেন যিনি গুপ্ত রহস্য জানেন। তিনিই খোদা, আমরা যাঁহার উপাসনা করি। যেহেতু হিন্দুরা ঐ জীবিত খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত, যিনি সর্বদা স্বীয় কুদরত ও ইসলামের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন সেহেতু সাধারণভাবে হিন্দুদের রীতি এই যে, প্রথমে তারা খোদা তা'লার অদ্ভুত নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিয়া থাকে এবং যখন তাহারা এইরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করে যাহার হাতে অদৃশ্যের গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তখন তাহারা বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। লালা শরমপত-এর অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। আমি পূর্বেই লিখিয়াছি তাহার ভাই বিশ্বম্বর দাসের ও খোশহাল নামক এক ব্যক্তির কোন অপরাধে জেল হইয়া গিয়াছিল। শরমপত পরীক্ষাচ্ছলে না কোন বিশ্বাসের দরুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এই মোকদ্দমার ফলালফ কি হইবে। সে আমার নিকট দোয়ারও আবেদন করিয়াছিল। তখন আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিলাম। অবশেষে ঐ খোদা, যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি রাত্রিতে এই গোপন বিষয়টি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, মোকদ্দমার ফলাফল এই হইবে যে, বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইবে, যেমন আমি দিব্য-দর্শনে দেখিয়াছিলাম যে, তাহার জেলের অর্ধেক মেয়াদ স্বয়ং আমি নিজের কলম দ্বারা কাটিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমার নিকট প্রকাশ হইল যে, খোশহালকে জেলের পূর্ণ মেয়াদ ভুগিতে হইবে। মেয়াদের একদিনও কাটা হইবে না। বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়ার ব্যাপারটি কেবল দোয়ার ফলেই ঘটিবে। কিন্তু দুইজনের কেহই খালাস পাইবে না এবং মামলার নথি নিশ্চয় জেলায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ফলাফল তাহাই হইবে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার স্মরণ আছে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন শরমপত অবাক হইয়া গেল এবং আমাদের খোদার কুদরত তাহাকে অত্যন্ত হতভম্ব করিয়া দিল। সে আমার নিকট চিরকুট লিখিল যে, আপনার পুণ্যের দরুন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল। আফসোস, এত কিছু সত্ত্বেও সে ইসলামের জ্যোতিঃ হইতে কোন উপকার গ্রহণ করিল না। আজকাল সে আর্য। হেদায়াত তো দূরের কথা, আমি এই সকল লোকের নিকট এতখানিও আশা করি না যে, ইহা সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে। যদিও ইহারা বৃথা বাগাড়ম্বর করে যে, সত্যের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু ইহারা এই কথার উপর আমল করে না। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যদি হল্‌ফ করিয়া শরমপতকে সাক্ষ্য দিতে হয় এবং মিথ্যা বলিলে তাহার সন্তানের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে-হলফে যদি এইরূপ অঙ্গিকার করানো হয় তবে সে নিশ্চয় সত্য বলিয়া দিবে। সে আমার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী। ইহা সম্ভব যে, সে পিছু ছাড়ানোর জন্য বলিয়া বসিবে, আমার স্মরণ নাই। কিন্তু হল্‌ফ এইরূপ একটি বিষয় যে, ইহাতে স্মরণ হইয়া যাইবে। ইহার পও যদি সে মিথ্যা বলে তবে নিশ্চিত জানিয়া রাখ আমার খোদা তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইহাও একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হইবে। সে সুস্পষ্টভাবে ৯টি নিদর্শনের সাক্ষী। আমি সর্বশক্তিমান খোদার শোকর করি যে, আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী কেবল মুসলমানই নহে, বরং পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহারা সকলেই আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী। فالحمد لله على ذالك-

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

মানবতা সকলের উর্দ্ধে।
ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কুরআন করীমে -'লা- ইকরাহা ফিদ্দীন'- এর শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে ।

মুবাল্লিগীন ও পদাধিকারীদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অমূল্য উপদেশাবলী

যে কোন কাজ করার জন্য সে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রাথমিক নিরীক্ষণ করা হয়। এমনকি বিস্কুট নির্মাতা কোম্পানিগুলিও প্রথমে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, তাদের বিস্কুট মানুষ পছন্দ করবে কি না। এরপরে তারা উৎপাদন শুরু করে। অনুরূপভাবে প্রথমে আপনি নিজের দেশের পরিস্থিতি ও চাহিদা এবং মানুষের প্রবণতার বিষয়ে একটি সমীক্ষা করুন, তারপর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

যুবক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলুন। তাদের প্রশিক্ষনের জন্য প্রোগ্রাম তৈরী করুন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার যে অঙ্গীকার রয়েছে তা তাদের মনে বদ্ধমূল করুন যে, আপনারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, পূর্ণ আনুগত্য এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছেন।

তরবীয়তের জন্য একটি ছোট আকারে পরিকল্পনা করুন এবং একটি বড় আকারের পরিকল্পনা করুন। ছোট পরিকল্পনায় নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হোক, কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বৈঠকগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিন। তাদেরকে জামাতের কাজের অংশ করে নিন। খুদ্দামদেরকে খেলাধুলায় সামিল করুন। তাদের চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাদের সামনে এম.টি.এর গুরুত্ব তুলে ধরুন এবং এর সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করুন। সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার লক্ষ্য নয়। যারা আহমদী হচ্ছে তারা যেন প্রকৃত আহমদী হয় এবং আপনার জামাত ও ব্যবস্থাপনার অংশ হয়। সকলকে আপনার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন

নওমোবাঈনদের তিন বছর তরবীয়তের মধ্যে রাখুন। তিন বছর পর তারা মূল ধারার অংশে পরিণত হবে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হবে। যদি ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যেই মূল ধারার অংশে পরিণত করেন, তবে তারা দূরে চলে যাবে। এই কারণে এখন তাদের তত্ত্বাবধান ও তরবীয়ত করুন এবং তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

রিপোর্ট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

৭ ই আগস্ট, ২০১৭

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

কঙ্গো কনশাসার আমীরের সঙ্গে বৈঠক। (অবশিষ্টাংশ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি মোটামুটি এই দিক-নির্দেশনাগুলি দিলাম। সেখানে গিয়ে প্রাথমিক নিরীক্ষণ করার পর আমাকে রিপোর্ট পাঠালে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা এখান থেকে পাঠানো হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সদা সর্বদা বিনয় হয়ে থাকবেন এবং কাজ করার সময়ও বিনয় ভাব বজায় রাখবেন। অফিসার হয়ে কাজ করবেন না। 'বদতর বানো হর এক সে আপনে খেয়াল মেঁ'। অর্থাৎ নিজের ধারণা সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট হও। এই কথাটি এখনও স্মরণ রাখুন আর তিন বছর পরও স্মরণ রাখবেন।

এরপর কঙ্গো কানশাসার প্রাক্তন আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: প্রথমে আপনি আমীর হিসেবে ছিলেন। এখন গরীব হয়ে থাকুন। আপনি ধনী কি না তাতে কিছু যায় আসে না। আসল বিষয় ওয়াকফে যিন্দগী হওয়া। আপনি ওয়াকফে যিন্দগী আর সেই চেতনা নিয়ে নিজের কাজ অব্যাহত রাখুন। সব সময় বিনয় অবলম্বন করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইলহামটি সব সময় স্মরণে রাখবেন- ' তেরি আজিযানা রাহেঁ উসকো পসন্দ আয়িঁ। ' অর্থাৎ তোমার বিনয়পূর্ণ পথ তাঁর পছন্দ হয়েছে। মালিতে জামাতের আমীরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। কোন সুপরামর্শ দেওয়ার থাকলে অবশ্যই দিন; কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর তাঁর প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা উচিত। এরপর সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দেশের পরিস্থিতির কারণে যে সব সমস্যা ও বাধাবিপত্তি কঙ্গোতে রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে কঙ্গো গমণকারী মুবাল্লিগ সাহেবকে অবগত করুন আর যে সমস্ত প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করুন।

এরপর গায়ানার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে সাক্ষাত করেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, ভেনিজুয়েলা জামাতের দৃষ্টিকোণ থেকে গায়ানার অধীনে। সেখানে মুবাল্লিগ পাঠাতে হবে; কিন্তু বর্তমানে ভেনিজুয়েলার পরিস্থিতি শোচনীয়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পরিস্থিতি চিরকাল সংকটপূর্ণ থাকবে না। কিছু সপ্তাহ পর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে চলে যাবে। কিন্তু মুবাল্লিগকে গায়ানা পাঠিয়ে দিন। গায়ানা গিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করবে এবং প্রশিক্ষণ নিবে। পরে কয়েক সপ্তাহে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে গায়ানা থেকে ভেনিজুয়েলা চলে যাবে।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, গায়ানায় লিন্ডন নামে একটি জামাতে মুবাল্লিগের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে তবলীগেরও অনেক সুযোগ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রথমে ভেনেজুয়েলার জন্য মুবাল্লিগ পাঠাবেন এরপর লিন্ডনের জন্যও কাউকে তৈরী করবেন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, আমরা হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনেও গায়ানায় কাজ করতে চাই। সেখানে কম্পিউটার স্কুল, চক্ষু চিকিৎসা এবং পানীয় জলের প্রয়োজন রয়েছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ঠিক আছে, মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করুন এবং পত্র-পত্রিকাতেও এর রিপোর্ট প্রকাশ করুন। এর মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পথও উন্মোচিত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বুর্কিনাফাসোর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে আমরা চোখের ১০০ টি অপারেশন দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম এবং ক্রমশঃ সেটি বিস্তার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে হাজার হাজার সংখ্যায় অপারেশন হচ্ছে, এমনকি এখন সেখানে হাসপাতালও নির্মিত হচ্ছে।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে টিভিতে সম্প্রচারিত জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিরোনাম সংক্রান্ত বিষয়েও সম্পর্কে পথ-প্রদর্শন করার আাবেদন জানান।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে কোন কাজ করার জন্য সে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রাথমিক নিরীক্ষণ করা হয়। এমনকি বিস্কুট নির্মাতা কোম্পানিগুলিও প্রথমে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, তাদের বিস্কুট মানুষ পছন্দ করবে কি না। এরপরে তারা উৎপাদন শুরু করে। অনুরূপভাবে প্রথমে আপনি নিজের দেশের পরিস্থিতি ও চাহিদা এবং মানুষের প্রবণতার বিষয়ে একটি সমীক্ষা করুন, তারপর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, 'ভারতে যীশু'-র উপর অনুষ্ঠান করেছি। এবিষয়ে মানুষ আগ্রহ দেখিয়েছে। কিছু মানুষ বিরোধিতাও করেছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সব বিষয়ে মানুষ আগ্রহ দেখায় সেগুলি অব্যাহত রাখুন। কিছু

এরপর নয়ের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

ওয়াকফের প্রতি নিষ্ঠাবান এববং খিলাফতের প্রতি অনুগত জামা'তের যে খাদেম সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই এবং যার গায়েবানা জানাযাও পড়াব, তার জন্য এবং তার সম্পর্কে এত বেশি তথ্য একত্রিত হয়েছে যা মানুষ পাঠিয়েছে, তা-ই বর্ণনা করা কঠিন হবে। আর তা থেকেও আমি হয়ত এক পঞ্চমাংশ নিয়ে এসেছি এবং যা নিয়ে এসেছি তা-ও হয়ত পুরো শোনাতে পারব না। আর এসব ঘটনাবলী একজন ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির জন্য, আর একইভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বংশধর, পদধারীদের আর জামা'তের সদস্যদের জন্যও বিভিন্নভাবে পথ-প্রদর্শক ও অনুকরণীয় বিষয়।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযীয আহমদ (রা.)-এর পুত্র শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা গেলাম আহমদ সাহেবের মৃত্যু

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পৌপৌত্র, ও হযরত মির্যা সুলতান সাহেবের পৌত্র ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সবচেয়ে বড় পুত্র ছিলেন এবং তিনি হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের (রা.) পুত্র ও হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। আর একইসাথে তিনি আমার ভগ্নীপতিও ছিলেন।

এই সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। এসব আত্মীয়তার সম্পর্ককে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য করে তোলে তা হলো তার গুণাবলী যা আমি বর্ণনা করব। শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রশংনীয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা এবং জানাযা গায়েব।

সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর সন্তান-সন্ততিকেও তাঁর পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সেই পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। আর সব ওয়াকফে জিন্দেগী এবং পদধারীদেরও উচিত যেভাবে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফ এর দায়িত্ব এবং নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও সেই সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই তৌফিক দিন এবং জামা'তকে ভবিষ্যতেও অনুরূপ পুণ্যবান এবং আত্মত্যাগের চেতনা ও বিশ্বস্ততার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী দান করুন।

শ্রদ্ধেয়া দীপা নও ফর্খ হুদ সাহেবার মৃত্যু। মরহুমার প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৯ ফেব্রুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৯ তবলীগ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যে মৃতের জানাযা ১০০ জন মুসলমান পড়ে আর তাদের সবাই যদি তার ক্ষমার সুপারিশ করে তাহলে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয)

এছাড়া আরো একটি হাদীস রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, এক ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ যখন তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে, তখন জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

আমার ইচ্ছা ছিল, আমি যেহেতু আজকে দু'টো জানাযা পড়াব তাই জানাযা আর দাফন কাফন সংক্রান্ত কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি আর ফিকাহ্ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু কথাও বর্ণনা করব এবং মরহুমদের সম্পর্কে কিছু কথা শোনাব। কিন্তু আজ এই বিষয় সংক্রান্ত হাদীস এবং উদ্ধৃতি সমূহ শুনানো সম্ভব নয়। কেননা ওয়াকফের প্রতি নিষ্ঠাবান এববং খিলাফতের প্রতি অনুগত জামা'তের যে খাদেম সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই এবং যার গায়েবানা জানাযাও পড়াব, তার জন্য এবং তার সম্পর্কে এত বেশি তথ্য একত্রিত হয়েছে যা মানুষ পাঠিয়েছে, তা-ই বর্ণনা করা কঠিন হবে। আর তা থেকেও আমি হয়ত এক পঞ্চমাংশ নিয়ে এসেছি এবং যা নিয়ে এসেছি তা-ও হয়ত পুরো শোনাতে পারব না। আর এসব ঘটনাবলী একজন ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির জন্য, আর একইভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বংশধর, পদধারীদের আর জামা'তের সদস্যদের জন্যও বিভিন্নভাবে পথ-প্রদর্শক ও অনুকরণীয় বিষয়।

যেমনটি আপনারা জানেন যে, কয়েকদিন পূর্বে হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.) এর পুত্র মোকাররম মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৮ বছর। আকস্মিকভাবে হৃৎপিন্ড বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর ইন্তেকাল হয়। যদিও দীর্ঘদিন থেকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কার্ডিয়াক এরেস্ট হয় বা হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যায়, যার ফলে ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পৌপৌত্র, ও হযরত মির্যা সুলতান সাহেবের পৌত্র ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সবচেয়ে বড় পুত্র ছিলেন এবং তিনি হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের (রা.) পুত্র ও হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। আর একইসাথে তিনি আমার ভগ্নীপতিও ছিলেন। তাঁর মাতা সাহেবযাদী নাসিরা বেগম সাহেবা মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। এই সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। এসব আত্মীয়তার সম্পর্ককে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য করে তোলে তা হলো তার গুণাবলী যা আমি বর্ণনা করব। তিনি জামা'তের একজন খাদেম বা সেবক ছিলেন, ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। সাম্প্রতিককালের দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আর বড় ভাইয়ের ইন্তেকালে যে প্রভাব পড়েছে তা সত্ত্বেও আমি যখন তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করি, তিনি সব দায়িত্ব খুবই সুচারুরূপে পালন করেছেন। রীতিমত অফিসে আসেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন। মৃত্যুর একদিন পূর্বে মাদ্রাসাতুল হিফযের অনুষ্ঠান ছিল। যারা সফলভাবে কুরআন হিফয করেছে বা মুখস্থ করেছে তাদের মধ্যে সনদ বিতরণ করার অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন। সন্ধ্যাবেলা খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আর মৃত্যুর দিনও সকালে অনেকের বাড়িতে যান, অসুস্থদের দেখতে যান। একইভাবে পাঁচ বেলার নামায মসজিদে মোবারকে গিয়ে পড়েছেন। ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে তাঁর জীবনের সূচনা হয় ১৯৬২ সনের মে মাসে। তিনি লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে-এ এমএ পাস করেছেন। এরপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছেন,সিসিএস এর। তাতে সফলকাম হন এবং উত্তম সাফল্য লাভ করেন। এমনকি তিনি আমাকে নিজেই বলেছেন যে, আমি এ পরীক্ষা শুধু এ কারণে দিয়েছি কেননা মানুষ বলতো যে, খুবই কঠিন পরীক্ষা হয় আর বড় কষ্টে সাফল্য আসে। আর যেন জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাফল্য লাভের পর আমি জীবন উৎসর্গ করি, যাতে করে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, অন্যত্র কোন জায়গা না পেয়ে এখানে এসে গেছে। এই সাফল্য সত্ত্বেও সরকারী চাকরি করেন নি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যান নি বরং জীবন উৎসর্গ করেন। আমি যেমনটি বলেছি, ১৯৬২ সনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রাবওয়ার রিভিউ অফ রিলিজিওন্স পত্রিকার ম্যানেজিং

এডিটরের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে এ কথাও বলেন যে, জাগতিক শিক্ষা, যা তুমি অর্জন করেছ, এর পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন কর। অতএব তিনি হযরত সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেবের কাছে হাদীস এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত মীর দাউদ আহমদ সাহেব রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর এডিটর ছিলেন আর সম্পর্কে তাঁর মামাও ছিলেন। তার (অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের) প্রথম নাম ছিল মির্যা সাঈদ আহমদ। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার মায়ের অনুরোধে তাঁর নাম রাখেন মির্যা গোলাম আহমদ। তিনি সীরাতুল মাহদীতে কোন ঘটনা পড়েছিলেন। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার মনে হয় যে, নাম মির্যা সাঈদ আহমদ রাখা উচিত হবে না। মির্যা সাঈদ আহমদ তার প্রথম মায়ের পক্ষ থেকে তাঁর ভাই ছিলেন যিনি যৌবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি যুক্তরাজ্যে পড়াশোনাও করেছেন। মির্যা মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবদের তিনি সহপাঠি ছিলেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কে একথাও বলেন (অর্থাৎ তার মা) যে, নাম পরিবর্তন করা হলে হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব দুঃখ পাবেন, অতএব তিনিও যেন আশ্বস্ত হন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তাহলে আমরা এমন নাম রাখব যার ফলে তার পিতারও কোন কষ্ট হবে না। আর এরপর তিনি (রা.) মির্যা গোলাম আহমদ নাম রাখেন। কিন্তু একইসাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিও বলেন যে, আমরা তাকে আহমদ বলে ডাকব, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর খুব বেশি দিন অতিবাহিত হয় নি। আর আমার জন্য গোলাম আহমদ বলে তাকে ডাকা বড় কঠিন কাজ হবে। ১৯৬৪ সনে আমার বোনের সাথে তাঁর নিকাহ্ হয়। মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব বিয়ে পড়িয়েছেন। খলীফা সানী (রা.) তখন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। মির্যা ফযল আহমদ সাহেব রাবোয়ায় নাযের তালীম আর মির্যা নাসের ইনাম এখানে যুক্তরাজ্য জামেয়ার প্রিন্সিপাল। আর মির্যা এহসান আহমদ সাহেব আমেরিকায় বসবাস করেন। তিনি যদিও জাগতিক চাকরি করেন; কিন্তু সেখানেও জামা'তের কাজ করছেন। ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে জলসাগাহ্ এর অফিসার হিসেবেও কাজ করছেন। তার দুই কন্যার একজন হলেন আমাতুল ওলী জোবদা আর দ্বিতীয় জন হলেন আমাতুল আলা যোহরা যিনি মীর মাসুদ আহমদ সাহেবের পুত্র মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনিও জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আজকাল নাযের সেহেত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সেবামূলক অবদানের মধ্যে একটি হলো তিনি নাযের তালীম হিসেবে খিদমত করেছেন। বেশ কয়েক বছর এডিশনাল নাযের ইসলাহ ইরশাদ মোকামী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নাযের দিওয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। যতদিন নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয় নি ততদিন তিনি নাযের দিওয়ান ছিলেন ১৯৯৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি নাযের দিওয়ান ছিলেন। এরপর সদর মজলিস কারপরদায হিসেবেও তিনি ২০১২ থেকে ১৮ পর্যন্ত কাজ করেছেন। মির্যা খুরশীদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাঁকে নাযেরে আলা ও আমীরে মোকামী এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করি। ইতিপূর্বেও চতুর্থ খিলাফতের সময় বেশ কয়েকবার ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আলা এবং ভারপ্রাপ্ত আমীরে মোকামী হওয়ার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। একইভাবে মজলিসে ওয়াকফে জাদীদেরও মেম্বার ছিলেন। আর ২০১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদের সদরও ছিলেন। আনসারুল্লাহ্র আমেলাতেও সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগের কায়েদের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়েব সদর হিসেবেও কাজ করেছেন। এরপর নায়েব সদরও হয়েছেন। এরপর ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সদর আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় মোহতামীম হিসেবেও বিভিন্ন বছরে কাজ করেছেন। এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার নায়েব সদরও ছিলেন। এছাড়া ১৯৭৫ থেকে ৭৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবেও কাজ করেছেন । মীর দাউদ আহমদ সাহেবের পরে রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর এডিটর হিসেবেও কাজ করেছেন । খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। খিলাফত লাইব্রেরী কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বায়তুল হামদ সোসাইটি রাবওয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। অনুরূপভাবে যতদিন রাবওয়ায় জলসা হয়েছে বেশ কয়েক বছর তিনি সেখানে খিদমত করেন এবং ডিউটি দেন। তিনি নায়েব অফিসার জলসা সালানা এবং নাযেম মেহনত হিসেবে কাজ করতেন। নাযেম মেহনতের দায়িত্ব বড় শ্রমসাধ্য হয়ে থাকে। আর এমন শ্রমিকদের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় যারা গায়ের আহমদী। আর রুটি প্রস্তুতকারক এবং আটা প্রস্তুতকারকরা অনেকটা বিকৃত স্বভাবেরও হয়ে থাকে। এদের সাথে বোঝাপড়া করা, তাদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা জলসার অনেক বড় একটি দায়িত্ব হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এই দায়িত্ব খুবই সুচারুরূপে পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। 'তাবাররুকাত' কমিটিরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত রেজিস্টার কমিটির মেম্বার ছিলেন। মজলিসে ইফতার সদস্যও ছিলেন। তারীখে আহমদীয়াত কমিটির সদস্য ছিলেন। সেক্রেটারী খিলাফত কমিটিও ছিলেন। শিরকাতুল ইসলামিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। নাযারতের পাশাপাশি এই বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব তার ওপর ন্যাস্ত ছিল। আর ১৯৮৯ সনে তিনি, মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের এবং আঞ্জুমানের আরো দুই জন কর্মী '২৯৮ সি' ধারার এর অধীনে কয়েকদিন আল্লাহ্ তা'লার পথে বন্দী জীবন কাটানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন।

২০১০ সনের ২৮ মে লাহোরের ঘটনায় যেখানে বহু আহমদী শাহাদাত বরণ করেছেন, সেখানে নাযেরে আলা তাৎক্ষনিকভাবে যে প্রতিনিধি দল লাহোর জামা'তকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং শহীদ পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ ও রোগীদের দেখাশুনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রতিনিধি দলের আমীর ছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। শহীদদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই তিনি লাহোর পৌঁছে যান এবং পরবর্তী প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আর লাহোরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা বা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করেন। এই প্রতিনিধি দল 'দারুয যিকর'-এ যাওয়ার পর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে পরিশ্রম করে সমস্ত দায়িত্ব তারা পালন করেন। সেই সাথে আহতদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করতে থাকেন আর শহীদদের ঘরেও যান। 'দারুয যিকরে' সেদিন তিনি আমেলার মিটিং ডাকেন এবং সেখানেই নতুন আমীর নিযুক্তির ঘোষণাও করেন। মাগরিব এশার নামাযও তিনি সেখানেই পড়ান যেন মানুষের মনোবল চাঙ্গা থাকে। ঘটনা ঘটার পরই আমরা মসজিদ ছেড়ে চলে যাব বা মসজিদ খালি করে দিব- এমনটি যেন না হয়। আর তিনি যখন সেখানে হাসপাতালে ছিলেন, রোগীদের খবরাখবর নিতে গিয়েছিলেন তিনি, তখন সেখানকার গভর্নর সালমান তাসীর সাহেব সেখানে আসেন এবং সমবেদনা ব্যক্ত করেন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন যে, এই হামলার কারণ হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতামূলক বইপুস্তক ছড়ানো হচ্ছে। আর গভর্নর হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো এদিকে দৃষ্টি দেওয়া। একইভাবে প্রাদেশিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী জাভেদ মাইকেল সাহেবও সহানুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আসেন। এখানেও বড় বীরত্বের সাথে মন্ত্রী সাহেবকে তিনি বলেন যে, আপনি সমবেদনা জানাতে এসেছেন, এজন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, আমরা কোনভাবেই নিজেদেরকে সংখ্যালঘু মনে করি না। আমরা মুসলমান। মন্ত্রী মহোদয় তখন বলেন যে, আমি আসলে মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রীও বটে আর সেই জন্যও আমি এসেছি। তিনি তাকে আরো বলেন যে, মন্ত্রি পরিষদে আপনার আওয়াজ উত্তোলন করা উচিত যে, জামা'তের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, সরকারের উচিত তা বন্ধ করা। যাহোক এটি তিনি তাকে তার দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আসলে আমাদের দৃষ্টি তো সবসময় মহান আল্লাহ্ তা'লার সত্তায়ই নিবদ্ধ থাকে। আর তিনিই ইনশাআল্লাহ্ এ পরিস্থিতির পরিবর্তন আনবেন। ২৯ এবং ৩০ মে তিনি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন। আর ২রা জুন তারিখে এক্সপ্রেস নিউজের লাইভ অনুষ্ঠানে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে রাতের ১১টা থেকে ১২টার সম্প্রচারে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া সুইস ন্যাশনাল টিভি, বিবিসি এবং অন্যান্য সার্ভিস, ভয়েস অফ আমেরিকা, সাহারা টিভি, চ্যানেল ফাইভ এবং দুনিয়া টিভি ইত্যাদি সবাইকে তিনি ইন্টারভিউ দেন। যাহোক এই দল ১২ জুন পর্যন্ত সেখানে অর্থাৎ লাহোরে অবস্থান করে এরপর ফিরে আসে। এতে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের বলেছিলেন যে, আমরা মুসলমান। আর আমাদের মুসলমান হওয়ার অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তার এক খুতবায় নিজের একটি স্বপ্ন শুনিয়েছেন। তাতে তিনি তার কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম আমার নিজের ব্যস্ততা বাড়ানো উচিত। রাতে স্বপ্নে মিয়া আহমদ সাহেবকে দেখি। অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে দেখেন যিনি সবসময় খুবই ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) বলেন, কুরআনে করীম সম্পর্কেও তারই পরামর্শ ছিল যে, তফসীরে সগীরের পিছনে নোট লেখার পরিবর্তে আমি যেন নিজের নতুন অনুবাদ করি। তিনি বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা এই অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন আর অনেক বিষয়ের সমাধান তাতে এসেছে। আর এরপর দীর্ঘ স্বপ্ন তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি বলেন যে, কিভাবে বিয়ে শাদী সম্পর্কে এবং ছেলে মেয়েদের চাকরি সংক্রান্ত কী প্রস্তাবাদি সামনে আসা উচিত। স্বপ্নে মিয়া

আহমদ সাহেবই খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) কে বলেন যে, আপনি এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯-২৫শে জানুয়ারি, ২০০১)

এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তাকে লিখেছেন যে, স্নেহের আহমদ সাল্লামাহুল্লাহ্! আসসালামু আলাইকুম। আপনার দুশ্চিন্তামূলক পত্র পেয়েছি। আমি আপনার জন্য বিনয়াবনত দোয়া করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রকৃতিতে সত্য এবং পুণ্য রেখেছেন। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো ব্যর্থ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি দিন এবং হৃদয়ের প্রশান্তিরূপী জান্নাত প্রদান করুন।

অনুরূপভাবে আরেক পত্রে তিনি বলেন যে, আমি আপনাকে আমার দোয়ায় স্মরণ রাখি। আর আপনাদের অধিকারও আছে। ধর্মসেবার ক্ষেত্রে আপনারা আমার পরম সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তা'লা সবসময় আপনাদের নিরাপদে রাখুন, সুস্বাস্থ্য দিন, নিরাপত্তার মাঝে রাখুন, কোন দুশ্চিন্তা যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। এরপর লিখেন যে, আমাকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আমার পরম বাসনা হলো মানুষ যেন খুব দ্রুত আহমদীয়াত গ্রহণ করে। পুনরায় বলেন, এমটিএ এর অস্ত্র সারা পৃথিবীতে কাজ করে চলেছে। আর আমার বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করছে। ভালো ভালো অনুষ্ঠান প্রেরণ করুন যেন সর্বত্র আলো ছড়িয়ে যায়। শয়তান ও তাগুত বা বিদ্রোহী শক্তি যেন রমজানে পুরোপুরি শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়।

তাঁর স্ত্রী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন অসুস্থ ছিলেন প্রত্যেক রাতে সেখানে গিয়ে ডিউটি দিতেন। এটি বিয়ের পূর্বের কথা। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর যুগেও খিলাফতের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। হুযূর তার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন। আর ১৯৭৪ সালে বেশ কিছুকাল তিনি এবং মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয়ে সেখানে অর্থাৎ কাসরে খিলাফতে অবস্থান করেন। আর বাড়ি আসার অনুমতি ছিল না।

১৯৭৩ এবং ৭৪ সালে বিশেষভাবে আর পরবর্তীতেও তিনি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন তখনও খলীফা সালেসের সাথে কাজ করতেন। দীর্ঘদিন তো বাড়িতেই আসতেন না। আর পূর্বেও অবস্থা এমনই ছিল। সকালে গিয়ে রাত ১০টার দিকে বাসায় ফিরে আসতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে একটি বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, আর তা হলো এক ইজতেমার সময় তিনি যখন অনুরোধ করেন যে, হুযূর খোদ্দামুল আহমদীয়ার অঙ্গিকার বাক্য পড়িয়ে দিন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) বলেন যে, তুমি পড়াও। অর্থাৎ সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেন যে, তুমি পড়াও এবং নির্দেশ দিয়ে তার মাধ্যমে আহাদনামা পড়ান এবং নিজে অন্যান্য খোদ্দামের মতো পিছনে দাঁড়িয়ে তার সাথে আহাদনামা পড়েন। মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর আমি বলেছিলাম যে, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তাকে বলেছিলেন যে, এই দুই ব্যক্তি আমার পরম বিশ্বস্ত, আর প্রত্যেক খিলাফতের প্রতিই তারা বিশ্বস্ত। তিনি আমাকে লিখেছিলেন এবং মৌখিকভাবেও বলেছিলেন,তখন যেহেতু তার দ্বিধা ছিল তাই নিজের নাম লিখেন নি আর আমিও পূর্বে জুমুআয় বলি নি, কেবল মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের কথাই বলেছি। আসলে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আর মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয় সম্পর্কে খলীফা রাবে (রাহ.) বলেছিলেন যে, এরা প্রত্যেক খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত আর আমার প্রতিও বিশ্বস্ত। হুযূরের আংটি যখন হারিয়ে যায়, তখন তা সন্ধান করার জন্য তাদেরকেই অর্থাৎ এই দু'জনকেই তিনি ডাকেন। এছাড়া তিনি বলতেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) প্রথমে আমার নাম নিয়েছেন যে, আহমদ এবং খুরশীদ এরা উভয়ে আমার বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সব খিলাফতের বিশ্বস্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ।

এরপর তার স্ত্রী বলেন যে, রাতের নফলে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে এতটা আহাজারি করতেন যে, ঘরে তা প্রতিধ্বনিত হতো। সেই নামাযে মহানবী (সা.), মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামা'ত, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য দোয়া করতেন। আর তার নফল নামাযে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে সূরা ফাতিহার কোন কোন আয়াত বারংবার পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনি বলেন, নিজের পিতামাতা এবং ভাইবোনের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কখনো ন্যায়কে জলাঞ্জলি দিতেন না। নিজ ঘরের সদস্যদের মাধ্যমে স্ত্রীর সম্মান করিয়েছেন আর ঘরের লোকদের সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছেন। অর্থাৎ উভয় সম্পর্কের মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। কেউ তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপহার দিলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হয় উপহার হিসেবে তাকে ফেরত দিতেন বা ঘরে গিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন বা পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে দায়িত্বই ন্যস্ত করা হতো যতক্ষণ সেই কাজ সমাধা না করতেন স্বস্তিতে বসতেন না। তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং স্মৃতি শক্তিও প্রখর ছিল তার। কোন রেওয়ায়েত বা পুরোনো কোন আত্মীয়তার কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে তা তার নখদর্পণে থাকত। তিনি বলেন, আমি ভ্রমণ পিপাসু ছিলাম । তাই অর্থিক অবস্থা ভালো হোক বা না হোক, স্বাস্থ্য ভালো হোক বা না হোক, স্ত্রীর অধিকার প্রদানের মানসে অবশ্যই ভ্রমণের জন্য নিয়ে যেতেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার বোন লিখেছেন যে, আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেবের স্ত্রী বলেন, তিনি অর্থাৎ আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন যে, তার মায়ের ঘরের দরজায় খুব সুন্দর গোলাপের দু'টো শাখা বড় হচ্ছে, যাতে খুব সুন্দর ফুল ফুটেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তার স্ত্রী লিখেন যে, সব আয় থেকে প্রথমে চাঁদা দিতেন এরপর তা থেকে খরচ করা হতো। তাঁর স্ত্রীও আমাদের মায়ের পক্ষ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছেন বা আমার পিতার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন, প্রথমে তার ওসীয়্যত এবং হিসসায়ে জায়েদাদের অংশ প্রদান করেছেন। আর যা আয় হতো তা থেকেও হিসসায়ে জায়েদাদের অংশ দিয়ে দিতেন এবং আমাকে বলতেন যে, আমি চাঁদা দিয়ে এসেছি। এভাবে তিনি আমার পুরো সম্পত্তির চাঁদা পরিশোধ করেন। আর আমার ওপর কোন বোঝা পড়ে নি। সন্তান-সন্ততিদেরকে ঘর বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার ওসীয়্যতও নিজেই পরিশোধ করেছেন।

অনেকেই আমাকে লিখেছে আর আমি নিজেও দেখতাম যে, তারা দুই ভাই সবসময় একসাথেই থাকতেন। আমার বোনই লিখেন যে, মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী বলতেন, আহমদ এবং খুরশীদকে যদি কোথাও একসাথে যেতে দেখি তাহলে আমার মনে হতো যে, কোন জামা'তী বিষয় রয়েছে, যে কারণে তারা একত্রে যাচ্ছেন। সকল সংকটের সময় বীরত্ব এবং সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে কাজ করতেন। আর খিলাফতের প্রতি আনুগত্য, সেটি তো ছিলই। এবার এখানে জলসায় এসেছিলেন, তখন দুর্বলতা অনেক ছিল। আমি তাকে বললাম যে, লাঠি ব্যবহার করা আরম্ভ করুন। তখন তাৎক্ষনিকভাবে তিনি ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করা আরম্ভ করেন এবং বলেন, এখন তো আদেশ এসে গেছে তাই ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করতেই হবে।

কয়েক বছর পূর্বে আমি বলেছিলাম যে, নাযেরগণ যেন বিভিন্ন জায়গায় ঘরে ঘরে গিয়ে আমার সালাম পৌঁছায়। তখন তার ভাগে সিন্ধু প্রদেশ পড়ে। তার স্ত্রী বলেন যে, যখন ফিরে আসেন তখন খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন যে, একটি বাড়িতে সিড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ফযলে ওমর হাসপাতালে যখন দেখানো হয় তখন পায়ের ছোট আঙুলের হাড় চিড় ধরেছিল। আর অন্য পায়ের গোড়ালিতেও সামান্য ফ্র্যাকচার ছিল এবং আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি ব্যাথা পেতেন না। তিনি বলেন, ব্যাথা তো অনুভব হতো কিন্তু যেহেতু খলীফায়ে ওয়াক্তের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হত, তাই এই ১১ দিন ব্যাথা সম্পর্কে ভাবি নি এবং নিজ দায়িত্ব শেষ করে এসেছি। তার বড় পুত্র লিখেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)- এর হিজরতের পর হুযূরের খুতবার ক্যাসেট সর্বপ্রথম তাঁর কাছে আসতো। আর তিনি বড় যত্ন সহকারে সবাইকে সমবেত করে হুযূরের খুতবা শোনাতেন। এরপর এমটিএ আরম্ভ হওয়ার পরও বিশেষ যত্ন সহকারে খুতবা শোনার ব্যবস্থা নিতেন। এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করতেন যে, ঘরের সবাই যেন খুতবা শোনে। এমনকি ঘরের সেবকবৃন্দ বা বাইরের কর্মচারী যারা ছিল তাদের খুতবা শোনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। লাউডস্পিকার বা টিভি কিনে দিয়েছিলেন তাদের খুতবা শোনার জন্য। তিনি যখন লাহোরে যান সেখানকার এক ঘটনা তার পুত্র লিখেন যে, রাতে যখন তিনি হাসপাতালে যান সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। আর এম্বুলেন্সের লোকেরা অনেক পয়সা চাইছিল। তখন সেখানে তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া সব ব্যবস্থা করবে। সবার দাফন কাফন রাবওয়ায় হবে এবং মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে ইনশাআল্লাহ্। কেউ যদি পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় তারও অনুমতি আছে। যাহোক এর ফলে মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত হয়। প্রত্যেক আহতের ঘরে যান। শহীদদের বাসায় যান। তাদের ঘরে খাবারের ব্যবস্থা করান। কোন পরিবারে উপার্জনক্ষম কেউ না থাকলে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। কোন কোন সংবাদ অনুসারে তখন এটি জানা যায় যে, কিছু মানুষ তার পিছনে লেগে আছে। আর বিভিন্ন এজেন্সির পক্ষ থেকে অবহিত করা হয় যে, তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে। তখন তাকে সেখান থেকে ফেরত ডাকা হয়। কিন্তু ২৮ মে এর পরবর্তী জুমুআয় তিনি পুনরায় সেখানে যান এবং 'দারুয যিকর' এ গিয়ে তিনি নিজেই সেখানে জুমুআ পড়ান যেন জামা'তের লোকদেরও মনোবল চাঙ্গা থাকে। গরীবদের বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। পুরোনো বন্ধুদের খেয়াল রাখতেন। তার শৈশবের একজন সহপাঠি পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি এবং পরবর্তীতে রঙের কাজ বা ঘরবাড়িতে পেইন্টিংয়ের

কাজ আরম্ভ করেন, তার অনেক খবরাখবর রাখতেন। এমনকি তার ইন্তেকালের পর তার সন্তান-সন্ততিরও খবরাখবর রাখেন। এরপর ১৯৮৯ সনে যখন গ্রেফতার হন, এর কারণ ছিল তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হচ্ছিল। মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব তখন নাযের উমুরে আমা ছিলেন। তিনি রাবওয়ার বাইরে ছিলেন আর তিনি তার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মেজিস্ট্রেট তাকে ডেকে নির্দেশ দেন যে, ইজতেমা বন্ধ কর। তিনি বলেন, আপনারা আমাদেরকে ইজতেমা করার লিখিত অনুমতি দিয়েছেন। এখন বন্ধ করার লিখিত নির্দেশ দিন, আমরা বন্ধ করে দিব। মেজিস্ট্রেট বলে যে, না, মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, বন্ধ কর। তিনি বলেন, মৌখিক নির্দেশে আমরা বন্ধ করব না। যাহোক সন্ধ্যা বেলা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবও ফিরে আসেন। তখন তাঁকেও ডাকা হয়। আর তিনিও এই উত্তরই দেন। এর ফলশ্রুতিতে যেভাবে আমি বলেছি, কয়েক দিন বন্দী জীবন কাটান, তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার মেয়ে বলেন যে, আমাদের পিতা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পুরো চেষ্টা করেছেন। আর আমাদেরকেও এই নসীহতই করেছেন। তিনি বলেন, একবার আব্বা আমাকে গভীর ব্যাকুলতার সাথে দোয়ার জন্য বলেন। বেশ কয়েক দিন বলতে থাকেন। আমি জানতাম না যে, বিষয় কী। কিন্তু একটি ধারণা হয় যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে সামান্য অসন্তুষ্টি ছিল, যার ফলে আব্বার নামাযে এত ব্যাকুলতা থাকত যে, আমার মন-মস্তিষ্কেও তা প্রভাব পড়েছে আর আমার মধ্যেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করে।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) যখন হিজরত করেন তখন তার মা সাহেবযাদী সৈয়দা নাসিরা বেগম সাহেবা খুবই অসুস্থ ছিলেন। অবস্থা খুবই গুরুতর ছিল। আর হিজরতের রাতে এমন মনে হচ্ছিল যে, এটি তার মায়ের অন্তিম রাত। কিন্তু তিনি সেখানে জামা'তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হিজরত সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই মায়ের কক্ষেও যান নি। আর জামা'তী কাজেই ব্যস্ত থাকেন।

অনুরূপভাবে খিলাফতে খামেসার যুগে আমার সাথেও সবসময় আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল । এমনকি নিজের ছেলের জিজ্ঞেস করার পরও তিনি একথাই বলেন যে, তুমি কী খিলাফতের সত্যতার নিদর্শন দেখতে পাও না যে, আল্লাহ্‌র সমর্থন কীভাবে খলীফাতুল মসীহ্ খামেসের সাথে রয়েছে। তার ছেলে লিখেন যে, আমাদেরকে নামাযে জাগাতেন। সচরাচর এ ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিলেন কিন্তু শেষের দিনগুলোতে এত গভীর বেদনার সাথে জাগাতেন যে, এর ফলে স্নেহ এবং ভালোবাসাই প্রকাশ পেত। তার পুত্র আরো বলেন যে, তার কাছে এবং তার স্ত্রীর কাছে খলীফাদের যে পত্র আসে সেসব চিঠির কপি করে এবং ফাইল বানিয়ে আমাদের হাতে অর্থাৎ সন্তানদের হাতে ন্যস্ত করেন যে, এটি আমাদের সারা জীবনের সম্পদ। এই চিঠিগুলোকে নিজেদের কাছে রেখো।

মির্যা আনাস আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, তার যখন ইন্তেকাল হয় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে, ভাই খুরশীদ এবং মিয়া আহমদ আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেছেন আর মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। তিনি বলেন, তখন স্বপ্নেই আমার হৃদয়ে এই বাসনা জাগে যে, আল্লাহ্ করুন অনুরূপ সাক্ষাৎ যেন আমারও লাভ হয়। তাই আমি নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্ আমাকেও তোমার কাছে ডেকে নাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি এগিয়ে আস। তিনি বলেন, মিয়া আহমদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আর আমরা প্রায় সমবয়সী। তার বিভিন্ন পুণ্য দেখে আমি লজ্জিত হতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকেও এমন সৌভাগ্য দান করেন। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে আমার সাথে কখনো রাগ করলে সবসময় তিনি প্রথমে আমাকে ক্ষমা করতেন। অনুরূপভাবে তার নামাযের সৌন্দর্য সম্পর্কেও তিনি লিখেন যে, যখন তাকে নামায পড়তে দেখতাম, তিনি এত বিগলিত চিত্তে নামায পড়তেন যা দেখে আমার ঈর্ষা হতো। খুবই বিচক্ষণ ও দায়িত্ববান ছিলেন। পাঁচ বেলার নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, গরীবদের সাহায্য করা, তাদের উপকার করা এবং নিজের শক্তিকে খোদার পথে ব্যয়ের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে।

চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবও এটি লিখেছেন যে, কোন বিষয়কে ভালোভাবে বোঝার এবং সেটি সম্পর্কে সঠিক মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরামর্শ সভায় তার মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহিত হতো। জামা'তের বই পুস্তক এবং ইতিহাসের বিষয়ে পরম বিজ্ঞ ছিলেন। যখনই সুযোগ আসতো জামা'তের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। ১৯৭৪ এর অরাজকতার যুগে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের বহির্বিশ্ব সফরেরও সঙ্গী হন তিনি। একবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে হুযূরের সফর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

কাদিয়ানের কর্মী আকরাম সাহেব বলেন যে, মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তার কাছে সমবেদনা জানালে তিনি গভীর বেদনার সাথে আমাকে বলেন যে, আমার জন্য কাদিয়ানে নিজেও দোয়া কর এবং অন্যান্য বুযুর্গদেরও দোয়া করতে বলো। কেননা মিয়া খুরশীদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নতুন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। এভাবে তিনি দোয়ার জন্য বলতেন। যখনই কাদিয়ান সফর করতেন, দরবেশদের বাসায় যেতেন। আর একইভাবে সেখানকার দরবেশদের বিধবা এবং এতীমদের খিদমতের চেষ্টা করতেন। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বা পবিত্র স্থান সমূহের গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। আক্রাম সাহেব আরো লিখেন যে, কাদিয়ানে আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) যেখানে দোয়া করতেন, প্রায়শ সেখানে দাঁড়িয়ে নফল পড়তেন। আর আমাকে নসীহত করতেন যে, আপনারা সৌভাগ্যবান কেননা এসব পবিত্র স্থানে আপনারা বসবাস করেন। তাই এখানে অনেক বেশি দোয়া করুন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে তার খিদমত বা সেবা অপরিমেয়। সব জায়গায় খোদ্দামদের কাছে পৌঁছে যেতেন। গোন্দল সাহেবও লিখেছেন যে, একবার সিন্ধুর সফরে যান। কোন কোন জায়গায় গাড়ি বা বাহনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পায়ে হেঁটে জঙ্গল অতিক্রম করে খোদ্দামদের কাছে পৌঁছান। এর ফলে খোদ্দামদের ওপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং আজও তারা তা স্মরণ করে।

অনুরূপভাবে ইতিহাস বিভাগের প্রধান আসফন্দিয়ার মুনীব সাহেব লিখেন যে, আহমদীয়াতের ইতিহাসের জন্য বিশেষ কাজের মানুষ ছিলেন। পরামর্শ বিষয়ক প্যানেলের সদস্য ছিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখতেন আর খুবই মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দিতেন। দিক-নির্দেশনা দিতেন। জামা'তের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পটভূমি এবং এর প্রতিটি অনুষঙ্গ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

তালীমুল কুরআনের এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মির্যা মোহাম্মদ দীন নায সাহেব লিখেন, তিনি নাযেরে আলা হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার পর আমি যখন তার কক্ষে যাই তখন নাযেরে আলার চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার অবস্থা দেখার মতো ছিল। তখন তার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। আর চেহারায় দোয়ার আবেগের ভাব স্পষ্টরূপে ফুটে উঠছিল আর যেন দোয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি আমাকেও দোয়ার অনুরোধ করেন।

যাহেদ কুরায়শি সাহেব বলেন, তিনি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন, কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া লাহোর আমাকে একটি কাজের জন্য তার কাছে পাঠান। আমি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আইওয়ানে মাহমুদে তার অফিসে যাই এবং কাগজ তার হাতে দিই। এটি ছিল গ্রীষ্মের এক দুপর। কাগজ নেওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, খাবার খেয়েছেন কী? আমি বললাম, কাজ শেষ করে দারুয যিয়াফতে গিয়ে খাবার খাব। তিনি বলেন, না, আমার সাথে চল। কিছুক্ষণ বস। এখনই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে, হয়ত আইওয়ানে মাহমুদেই খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাইরে আসেন এবং সাইকেল বের করে বলেন, আমার পিছনে বস। তিনি বলেন, যাহোক আমরা যাত্রা করি। পথিমধ্যে আমি বলি যে, আমি দারুয যিয়াফতে চলে যাই, রাস্তায় দারুয যিয়াফত রয়েছে। তিনি বলেন, না, পিছনে বসে থাক। এই ভীষণ গরমে তিনি সাইকেলের পিছনে বসিয়ে আমাকে বাসায় নিয়ে যান এবং সেখানে খাবার খাইয়ে বিদায় দেন। সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া থাকাকালে সব খাদেমের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।

অনুরূপভাবে অনেকেই লিখেছেন যে, আমরা তার কাছে কাজের রীতি শিখেছি। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব লিখেন যে, কাজের অনেক রীতি এবং পদ্ধতি তার কাছে শিখেছি। বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে কাজ করার অভ্যাস ছিল তার। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেবই লিখেন যে, ৮৪ এর অর্ডিন্যান্সের পর কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালতে যে আপিল করা হয় তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মিয়া আহমদ সাহেব। তিনি বলেন, আমার মনে আছে একদিন হঠাৎ মিয়া সাহেব নিজে আইওয়ানে মাহমুদে আসেন যেখানে আমি ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। সেখানে তিনি নিজে এসে বলেন যে, লাহোর আদালতে বই পুস্তকের প্রয়োজন হয় যা এখানকার লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যেতে হবে আর সেখানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনার। যে সমস্ত বইয়ের প্রয়োজন হতো তা লাহোর থেকে ফোনে লিখিয়ে দেওয়া হতো। এরপর তিনি স্বয়ং লাইব্রেরীর কর্মীদের সাথে এসে পরিশ্রম এবং চেষ্টা করে বই বের করাতেন। কেবল বলে দিয়েই চলে যেতেন না, বরং স্বয়ং উপস্থিত থেকে কাজ করানোর অভ্যাস ছিল তাঁর। এতীম ও বিধবাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, আজই আমার কাছে আউটডোরে এক ভদ্রমহিলা বুশরা সাহেবা আসেন, তিনি রাবওয়ার অধিবাসিনী। তিনি সুগার এবং ব্লাডপ্রেসারের রোগী। তার রিপোর্ট

দেখে আমি তাকে বললাম যে, আল্লাহ্‌র ফযলে আপনার পরীক্ষার ফলাফল এখন স্বাভাবিক এসেছে। এটি শুনে তিনি কেঁদে উঠেন। আমি আশ্চর্যের দৃষ্টিতে তাকে দেখলে তিনি কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলেন যে, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আমার সুগার তো ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু বিনামূল্যে যারা আমার চিকিৎসা করাতেন তারা উভয়েই অর্থাৎ মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব এবং মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আশ্বস্ত করি যে, আল্লাহ্‌র ফযলে জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে আপনার চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু তিনি তাদের স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন।

লন্ডনের ফযল মসজিদের ইমাম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন যে, ১৯৭৩ এর শেষের দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে শুরার পরামর্শের পর যখন আমাকে কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করেন, তখন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নায়েব সদর ছিলেন। তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে আমি আমেলায় নায়েব সদর হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করি। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং পদমর্যাদার দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু যখন তাকে নায়েব সদর নিযুক্ত করা হয়, আতাউল মুজীব সাহেব বলেন যে, তিনি পরম বিনয়ের সাথে সব কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আর কোন ক্ষেত্রে বিন্দু মাত্র এ বিষয়টি প্রকাশ পেতে দেন নি যে, তিনি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র।

মালয়েশিয়া থেকে এক ব্যক্তি শাহেদ আব্বাস সাহেব লিখেন যে, আমি ২০০৫ এ বয়আত করি। এরপর কেন্দ্র ভ্রমণ বা পরিদর্শনের জন্য যাই। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব অফিসে আসছিলেন। আমার সাথী মুয়াল্লিম দানিয়েল সাহেব আমাকে বলেন যে, ইনি খলীফায়ে ওয়াক্তের খুব নিকটাত্মীয়, তাঁকে দোয়ার অনুরোধ করুন। তিনি বলেন, আমি তার কাছে যাই এবং বলি যে, আমি শিয়া ফিরকা থেকে জামা'তে আহমদীয়ায় প্রবেশ করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে গভীর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে আমাকে বলেন যে, আমি আপনাকে এমন এক সত্তার কথা কেন বলব না যার কাছে আমি নিজেই দোয়ার অনুরোধ করি? আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে? তিনি বলেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং আরো বলেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তকে দোয়ার জন্য লিখ। এই নতুন বয়আতকারী বলেন যে, আমি তার চোখে খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য যে ভালোবাসা এবং উচ্ছ্বাস দেখেছি তা ছিল দর্শনীয়। আর সেই মুহূর্তগুলো আমার চোখে আজও স্থায়ীভাবে বিরাজ করছে।

আঞ্জুম পারভেজ সাহেব, আরবী ডেস্কের মুরব্বী, এখানে কাজ করেন। তিনি লিখেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, একদিন দুপুরবেলা প্রবল দাবদাহে সাইকেলে করে মিয়া আহমদ সাহেব কাউকে খুঁজছিলেন যে পেইন্টিংয়ের কাজ করতো। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, এত গরমে আপনি কাকে খুঁজছেন। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তিকে আমি ভুল হোমিও ঔষধ দিয়েছি। আর এখন তাকে খুঁজছি যে, পাছে সে তা খেয়ে না ফেলে এবং যেন সঠিক ঔষধ তাকে পৌঁছাতে পারি। তাই আমি তাকে খুঁজে নিজে এই ঔষধ পৌঁছানোর চেষ্টা করছি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন জায়গায় তার ওপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তা অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন। মানুষ অনেক ঘটনা লিখেছে। অফিসে যারাই তার সহকর্মী ছিল তারা বলেন যে, খুবই কোমলতা, স্নেহ এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে কাজ নিতেন। গরীব-দুখী এবং সমস্যাকবলিত মানুষদের প্রতি যথাসাধ্য সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতেন। খুবই বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। খোদা প্রদত্ত এমন দক্ষতা ছিল যে, তৎক্ষনাৎ বিষয়ের গভীরে অবগাহন করতেন। আর তাৎক্ষনিক কাজ সমাধা করার অভ্যাস ছিল। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, তাৎক্ষনিকভাবে কাজ সমাপ্ত করার অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন।

একইভাবে একবার তার অফিসে কিছু ছেলে আসে। এটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বের কথা। সেখানে মরকযের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত কিছু কর্মী তাদের সাথে অন্যায় করেছে, মেরেছে বা কঠোর ব্যবহার করেছে। তারা সেই অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। তাদের একজন অনেক আঘাতও পেয়েছিল। এতে তিনি তাকে বলেন যে, তুমি হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়েছ কী? সে বলে যে, না দেখাই নি। তিনি বলেন, প্রথমে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাও। আজকে অফিস ছুটি, অফিস খুললে আমি ইনশাআল্লাহ্ সব ব্যবস্থা নিব। আর যে-ই দোষী হবে, ওহদাদার হোক বা যে-ই হোক, সে শাস্তি পাবে। আর তাৎক্ষনিকভাবে সেখানে ব্যবস্থা নেন এবং তাদেরকে হাসপাতালে পাঠান আর বলেন যে, আগে হাসপাতাল থেকে নিজেদের চিকিৎসা করিয়ে এস।

ইকবাল বশীর সাহেব বলেন, যখন মিয়া আহমদ সাহেবকে নাযের দিওয়ান নিযুক্ত করা হয় তখন অফিসের কর্মী বাহিনী বা কর্মী সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। শুধু দুই জন কেরানী এবং একজন সহায়ক ছিল। কাজের চাপ যখন বেড়ে যেত, প্রায়শ এটিই করতেন যে, মিয়া আহমদ সাহেব আমাদের সাথে এসে বসে যেতেন, আর ডাক প্রেরণ এবং প্রাপ্তি স্বীকারের কাজে আমাদের সাহায্য করতেন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী রিয়াজ মাহমুদ বাজওয়া সাহেব বলেন যে, একদিন আমি অফিসে বসেছিলাম। আলোচনাকালে মিয়া সাহেবের ভাষা কিছুটা কঠোর হয়ে যায়। সচরাচর এটি হয়েও থাকে। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। আমার মনে কোন অভিযোগও ছিল না। আমি ঘরে এসে যাই। সন্ধ্যার সময় দরজায় কড়া নড়ে। দরজা খুললে দেখি মিয়া সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে আশ্চর্য হই। তিনি বলেন যে, আজকে অফিসে আপনার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলেছি। তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি। তিনি বলেন, আমি এমন আচরণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। তখন থেকে আমি তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েছি। অনুরূপভাবে আরেকজন সহকারী কর্মী এবং একজন সাধারণ কর্মীও একই কথা লিখেছেন যে, প্রথমে আমাকে তর্জন করেছেন এবং পরে ক্ষমা চেয়েছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি ঘটনা কেউ লিখে পাঠিয়েছে যে, অফিসে আমার পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হলে তিনি সতর্ক করেন। ঘরে বসে ইস্তেগফার করছিলাম এমন সময় দরজার কড়া নড়ে। আমি যখন বাইরে যাই দেখি মিয়া আহমদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলেন যে, আজকে আমি তোমাকে শক্ত ভাষায় কিছু বলেছি তাই ক্ষমা চাইছি। এরপর গাড়িতে বসে ফিরে যান।

মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন যে, আমি খালিদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। মাহমুদ বাঙ্গালী সাহেব মরহুম অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন। তার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মিয়া আহমদ সাহেব যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন তখন তিনি তরবিয়তী ক্লাসের নাযেমে আলা ছিলেন। ক্লাসের সমাপ্তিতে তিনি যে বাজেট উপস্থাপন করেন, তাতে বাজেটের অতিরিক্ত কয়েক আনা খরচ হয়ে যায়, কয়েক আনা অর্থ হলো কয়েক পয়সা। এতে সদর সাহেবের পক্ষ থেকে বিল প্রত্যাখ্যাত হয়। সদর সাহেব বলেন যে, এটি পাশ করা যেতে পারে না। তিনি বলেন যে, আমি নিজে তার কাছে যাই এবং বলি যে, এটি তো বড় কোন বিষয় নয়, মাত্র কয়েক আনা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। আর এটি বড় কোন অঙ্ক নয়। আপনি যদি না দেন তাহলে আমি আমার পকেট থেকেই খরচ করছি। তিনি বলেন যে, নিজের পকেট থেকে খরচ করার বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো আমি আপনাদেরকে এটি বুঝাতে চাই যে, জামা'তী সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত। আর জামা'তী নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্থাৎ যে নিযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা অনুসরণ করা উচিত। প্রয়োজন বেশি থাকলে পূর্বেই মঞ্জুরী নিয়ে এরপর খরচ করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, বাঙ্গালী সাহেব বলতেন যে, তার শক্ত হাতে এটি ধরা আমার পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে আসে। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথেও তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। একবার ইফতা কমিটিতে যাকাতের বিষয়ে কথা চলছিল বা বিতর্ক হচ্ছিল। ইফতা ঘোড়ার যাকাত সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে। আমার মনে হয় সেটি এ ক্ষেত্রে যাকাত না হওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট ছিল। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি এবং বলি যে, এটি পুনরায় খতিয়ে দেখুন। আর এ সম্পর্কে ইজতেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। অতএব বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয় আর প্রত্যেক বার আলেমদের দীর্ঘ বিতর্ক হতো এবং তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতো না। অবশেষে সদর সাহেব তাকে সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। সেখানেও আলেমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে আসে, অর্থাৎ আমি যে কথা বলেছি তার বিরোধী অবস্থান নেওয়ার লক্ষ্যে। প্রথমে তিনি কিছুক্ষণ তাদের কথা শুনেন। মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন যে, এরপর তিনি গভীর প্রতাপান্বিত কণ্ঠে বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্ত যেখানে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সেখানে আমরা কেন ভাবছি যে, এর বিপরীত কিছু হতে পারে। আর সব যুক্তি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এটি দেখেন নি যে, কে বড় আলেম বা কে কী বলছে। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের ইতিহাস এবং জামা'তী ঘটনাবলী ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি যেন এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আজকাল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবনী সম্পর্কে লিখছি। কোন জায়গায় সমস্যা দেখা দিলে তার কাছে যেতাম। তার এ সম্পর্কে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ছিল। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের পবিত্র স্থান সমূহেরও গভীর জ্ঞান ছিল তার। আর যদি কেউ তাকে বলতো যে, কাদিয়ানের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো আমাদের দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দিন, তাহলে বড় সানন্দে তা করতেন। একবার যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন, পা মচকে গিয়েছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও কাউকে বুঝতে দেন নি। আর সাথে নিয়ে ঘুরতে থাকেন। কিন্তু সিড়ি চড়ার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি। মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন, বরং তিনি নিজেই বলেন যে, আমার এই কষ্ট রয়েছে। তখন আমরা লজ্জিত হই যে, কেন আমরা তাকে কষ্ট দিলাম।

একইভাবে আরো অনেক এমন বিষয় রয়েছে। যখনই জামা'তী কাজে তাকে কোথাও পাঠানো হয়েছে তখন তিনি এটি দেখেন নি যে, পথে কী সমস্যা আছে বা কী কষ্ট হতে পারে। একবার কোন জামা'তী বিষয়ে দু'পক্ষের মাঝে ঝগড়া হলে মীমাংসার জন্য তাকে পাঠানো হয়। রাস্তা খুবই খারাপ ছিল। গাড়ি সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাই ট্রাক্টরের ট্রলিতে মির্যা খুরশীদ আহমদ এবং মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব উভয়েই বসেন এবং মুরব্বীদের সাথে বসান আর অগ্রসর হন। এক জায়গায় এমন রাস্তা আসে যে, ট্রলিও সেখান দিয়ে অতিক্রম করা বিপজ্জনক ছিল। তাই তারা সেখানে নেমে যান এবং পায়ে হেঁটে অগ্রসর হন। আর অবশেষে যখন সেখানে পৌঁছেন অর্থাৎ সেই গ্রামে যখন পৌঁছান এবং তাদেরকে মসজিদে ডেকে রায় প্রদান করেন আর দোয়াও করেন, তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, এত দূর থেকে এত কঠিন পথ অতিক্রম করে তারা এসেছেন। অতএব দীর্ঘদিনের তাদের যে বিবাদ ও দ্বন্দ্ব ছিল আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার কুরবানী এবং দোয়ার ফলশ্রুতিতে তার মীমাংসা হয়।

আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু ভিন্নধর্মী। কিন্তু তা শোনানোর সময় এখন নেই। কর্মীদের প্রতি অনেক বেশি প্রেমসুলভ আচরণ করতেন, সবাই লিখেছেন এটি। তাদের ছোট ছোট চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা তার রীতি ছিল। তার নায়েব নাযের তালীম ছিলেন একজন, তিনি লিখেন যে, পরিস্থিতির কারণে কোন ছাত্রের বৃত্তি যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে মঞ্জুর না হতো তখন তিনি বলতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে বৃত্তি মঞ্জুর হওয়া বা অন্য কোন আনন্দের সংবাদ থাকলে বলবেন। আর যদি অসন্তুষ্টি এবং প্রত্যাখ্যানের সংবাদ হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে প্রদান করা উচিত।

আমাদের মুরব্বী সিলসিলাহ্ জাফর আহমদ জাফর সাহেব লিখেছেন। পা মচকে যাওয়ার বা পা ফুলে যাওয়ার একই ঘটনা তিনিও শুনিয়েছেন যে, আমরাও সাথে ছিলাম, পা ফুলে যায় কিন্তু তিনি কোন পরোয়া করেন নি। সেলিম সাহেবও লিখছেন যে, খলীফা সালেস (রাহ.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী থাকা কালে বেশি ডাক জমে গেলে তিনি বলতেন যে, সব স্টাফ নিজ নিজ ডাক এক জায়গায় একত্রিত করে এরপর সবার মাঝে বিতরণ কর। আর বিতরণের সময় তিনি নিজেও একটি অংশ নিতেন। তিনি বলেন, আর কর্মীদের চেয়ে বেশি ডাক প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তিনি নিজে নিতেন এবং উত্তর লিখে আমাদের পূর্বেই কাজ শেষ করতেন। চিঠি লেখার ক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়ের কাজে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং তার লেখাও খুবই সুন্দর, সুদৃঢ় ও উন্নত মানের ছিল। আর ড্রাফটিং আমি যেমনটি বলেছি, খুবই উন্নত মানের ছিল। ওকালত মাল সানীর এক কর্মী লিখেন যে, আমরা তাহরীকে জাদীদের ইতিহাস লিখছিলাম। আর 'আর্থিক কুরবানীর পরিচিতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল। বেশ কিছু ভুল ভ্রান্তি বের হয়। আর ফাইনাল ড্রাফট করার পর ওকীলুল মাল সাহেব বলেন যে, মিয়া আহমদ সাহেবকে ফাইনাল কপি দিয়ে আস, তিনি পড়ে দেখুন যে, কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে যায় নি তো। তিনি বলেন, অনেক কাজ ছিল, আমি ভাবলাম যে, মিয়া আহমদ সাহেবকে দিয়ে আসা যাক। দেড়শ থেকে দুই শত পৃষ্ঠা ছিল। চার পাঁচ দিন তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকব। তিনি বলেন, সকালে অফিসে এসে দেখি সেই খামটি টেবিলে পড়েছিল আর তাতে সংশোধনও করা ছিল এবং চিহ্নিতও করা ছিল। আর রাতের মধ্যেই সমস্ত প্রবন্ধটি পড়ে সকালে তিনি সেখানে পৌঁছিয়ে দেন। অতএব এই ছিল তার কাজের দক্ষতা যা প্রত্যেক কর্মীর জন্য একটি আদর্শ।

তিনি সদর মজলিস কারপরদায ছিলেন। সেখানেও গভীরভাবে বিষয়াদি নিরীক্ষণ করতেন। এরপর সামীউল্লাহ্ যাহেদ সাহেব লিখেন যে, যখন তিনি মোকামী নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ ছিলেন, একদিন তিনি আমাকে বলেন, এখানে মুরব্বীদের যতগুলি পরিবার আছে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। আমি তাকে তালিকা দিলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সবার ঘরে ঘরে যান এবং তাদেরকে বলেন যে, তোমাদের স্বামীরা কর্মক্ষেত্রে রয়েছে, তাই তোমাদের কোন সমস্যা থাকলে বা কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাদেরকে বিরক্ত বা চিন্তিত না করে আমার কাছে এসে বলবে।

ওকালতে তা'মীল ও তানফীয এর কর্মচারী খলীলুর রহমান সাহেব লিখেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের বই আমি কম্পোয করি আর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি দেখানোর জন্য চৌধুরী সাহেব আমাকে তাঁর কাছে পাঠান। পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়ালে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, কোন সমস্যা আছে কী? আমি ভীত কণ্ঠে বললাম, আমার মায়ের অপারেশন। আমি কেবল এতটুকু বলতেই তিনি বলেন যে, কত টাকা প্রয়োজন? এবং নিজ ড্রয়ার থেকে খাজানার চেকবুক বের করে টেবিলে রাখেন। আমি বললাম যে, আমার সাত হাজার রুপির প্রয়োজন , আমাকে তা দিন। আর আমার বিল আসলে তা থেকে কেটে নিবেন। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে আমাকে চেক দেন এবং বলেন যে, আমি দোয়াও করব আর তোমার এটি নিয়ে ভাবতে হবে না যে, বিল আসলে পয়সা কেটে রাখব কি রাখব না। তুমি এই পয়সা নিয়ে যাও। আর যদি আরো প্রয়োজন পড়ে তাহলে ভয় পেয়ো না, আমার কাছে চলে এস। একইভাবে হাফেয সাহেব লিখেছেন যে, খিলাফতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল তার। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেত। তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হলে আঞ্জুমানের মিটিংয়ে নাযেরদের সামনে প্রথম কথা তিনি যা বলেন তা হলো, আমার সাহায্য বা সহযোগিতার কথা বলার প্রয়োজন নেই কেননা যেহেতু খলীফাতুল মসীহ্ আমাকে নিযুক্ত করেছেন তাই আপনারা জামা'তের সব খোদ্দামগণ তো তা করবেনই। কিন্তু আপনাদের দোয়ার আমার একান্ত প্রয়োজন, কেননা কোন কোন ব্যক্তিবর্গের চরণে ঠাই পাওয়া খুব কঠিন হয়ে থাকে। একইভাবে এক কর্মী লিখেন যে, নাযারতে দিওয়ান থেকে যখন নাযারতে উলীয়ার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় এবং নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয়, যাওয়ার পূর্বে স্বয়ং আমাদের নাযারতে দিওয়ানের অফিসে দেখা করতে আসেন এবং বলেন যে, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। এই কথা শুনে আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। আমরা বলি যে, মিয়া সাহেব! আপনি এখানেই থেকে যান নতুবা আমাদেরও সাথে নিয়ে যান। এতে তিনি মুচকি হেসে বলেন যে, আমি কীভাবে সাথে নিয়ে যেতে পারি, আমি তো নিজেই খলীফাতুল মসীহ্র নির্দেশে যাচ্ছি। আর এখান থেকে যাওয়ার কয়েক দিন পরই তার প্রভুর নির্দেশে তাঁর কাছে চলে যান। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন যেখানে সবাই নিজ নিজ সময়ে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর সন্তান-সন্ততিকেও তাঁর পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সেই পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। আর সব ওয়াকফে জিন্দেগী এবং পদধারীদেরও উচিত যেভাবে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফ এর দায়িত্ব এবং নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও সেই সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই তৌফিক দিন এবং জামা'তকে ভবিষ্যতেও অনুরূপ পুণ্যবান এবং আত্মত্যাগের চেতনা ও বিশ্বস্ততার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা যা আজকে আমি পড়াব তা হলো শ্রদ্ধেয়া দিপানু ফরুখুত সাহেবার। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি ৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাইহি রাজেউন। উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্ত্রে ইনফেকশনের কারণে তার ইন্তেকাল হয়। অপারেশন হয়েছিল কিন্তু এক সপ্তাহ পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘ দিন অসুস্থ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সেই তার উভয় কিডনি বিকল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর থেকে সময় মত নামায আদায় করতেন। আর তাহাজ্জুদের প্রতিও যত্নবান ছিলেন এবং কুরআন করীমও তিলাওয়াত করতেন। অথচ খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ২০০৪ সনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নামায, তিলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদে নিয়মিত ছিলেন। তার মাঝে এই চেতনা ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে এখন কোন ত্রুটি রয়েছে। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আহমদী মুসলমান হন। মহানবী (সা.) এর পরকাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে তিনি সত্য সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ কারণে পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এমনকি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মৃত্যু তাঁকে প্রায় ধরেই ফেলেছে। তার ডাক্তার, যিনি অমুসলিম ছিলেন, তিনি বলেন যে, যখন থেকে তিনি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হয়েছেন তার হৃদয় নতুনভাবে কাজ করা আরম্ভ করে। ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার হেপাটাইটিস সি দ্বারাও আক্রান্ত হন; কিন্তু বয়আতের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করেন। তার এই নিদর্শনমূলক আরোগ্যের কথা নিজ পরিবারের লোকদেরকে তিনি প্রায়শ শোনাতেন। আমার সাথে দু'বার তার সাক্ষাৎ হয়েছে। সবসময় অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। আমীর সাহেব বলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে আমি তার সাথে দেখা করতে যাই। তখন তিনি খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আমি বললাম যে, এত কষ্ট করার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি বলেন যে, আপনি প্রথমবার আমার বাসায় এসেছেন আর খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন। তার ঘরে সবসময় এমটিএ চালু থাকতো। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত এবং করুণার আচরণ করুন। আর তার যে সমস্ত ইচ্ছা এবং বাসনা ছিল যে, তার পরিবার যেন আহমদী মুসলমান হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তার সেই বাসনা পূর্ণ করুন এবং দোয়া গ্রহণ করুন। (আমীন)

দুইয়ের পাতার পর .....

সময় পর বিষয়স্তু পাল্টে দিন, কেননা কিছু কাল পরে মানুষের কাছে একঘেয়ে হয়ে যায়। বিরোধীতাকে ভয় পাবেন না ঠিকই; কিন্তু প্রচারের কাজে বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞা দেখাতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি বিরোধীতা হয়, ভয় পাবেন না, ঘাবড়ে যাবেন না। প্রথমে শিক্ষিত মানুষদেরকে একত্রিত করুন এবং তাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, আমরা কানাডার খুদ্দামদেরকে এখানে ওয়াকফে আরযীর জন্য আহ্বান জানাতে পারি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটা ভাল কথা। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের খুদ্দামদেরকে ওয়াকফে আরযীর জন্য আহ্বান করুন।

তবলীগের বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মানুষের কাছে পরোক্ষভাবে তবলীগ করুন। অনেক সময় সরাসরি তবলীগ করলে মানুষ আকৃষ্ট হয় না; কেননা, মানুষ ধর্মকে কোন আমল দেয় না, আর এবিষয়ে কোন আগ্রহও রাখে না। এই কারণে পরোক্ষভাবে তবলীগ করুন। প্রথমে এর জন্য পরিবেশ তৈরী করুন, তারপর কথোপকথনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে আলাচনায় আসুন। প্রথমে কেবল সম্পর্ক তৈরী করুন এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। শান্তি সম্মেলন করুন। যদি কোথাও খিলাফত সম্পর্কে কোন কথা বলতে হয়, তবে দায়েশের উদাহরণ দিয়ে বলুন যে, সেই খিলাফতের কি পরিণতি হয়েছে। বছরে এক থেকে দুইবার শান্তি-সম্মেলনের আয়োজন করুন,যেখানে শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষকে আমন্ত্রিত করুন। পত্র-পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করুন। এই ভাবে বেশি বেশি মানুষের কাছে বাণী পৌঁছে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জনসংযোগ বাড়ান। সাংসদ, মেয়র, পুলিশ চিফ কমিশনার, চিকিৎসক, উকিল প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই সমস্ত কাজ মন্থর গতিতে হয়। এগুলি অনেক ধৈর্য্য এবং উৎসাহের কাজ। জগতবাসীকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করা বড়ই কঠিন কাজ। একাজে পরম ধৈর্যের প্রয়োজন। কাউকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা খুবই সহজ কাজ।

তরবীয়ত প্রসঙ্গে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: কিছু আহমদীদের অ-আহমদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে, যার কারণে অনৈতিক কাজও সংঘটিত হয়ে যায়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবীয়তের জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে তা করুন। আফ্রিকায় গোত্রের প্রথা ও রীতি অনুযায়ী তারা বিবাহ করে নেয় আর একত্রে থাকে। আপনি তাদেরকে অন্ততঃপক্ষে নিকাহ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়েও সমস্যা রয়েছে। প্রতেবেশি দেশ সিরেনাম এবং ত্রিনিদাদ থেকে বিবাহের বিষয়ে একটি প্রস্তাব আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দেখুন, যা কিছু নতুন পথ বের করা যেতে পারে তা করুন। আন্তর্জাতিক বিবাহ-কমিটির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।

পর্দার বিষয়ে নির্দেশনা দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রথমে মাথা এবং শরীর আবৃত করার কথা বলুন। এর মাধ্যমে শুরু করুন এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে চলুন। প্রথমে (সভ্য) মানুষ করে তুলতে হবে, পরের পর্যায়ে মানুষ থেকে নীতিবান মানুষে পরিণত করতে হবে এবং নীতিবান মানুষ থেকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করতে হবে।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: সেখানে মানুষ বআয়াত ফর্মে স্বাক্ষর করতে ভয় পায়। কেবল ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। জোর করলে সাময়িকভাবে বয়আত করে নেয়; কিন্তু পরে পিছু হটে যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন মানুষদের পৃথক একটি তালিকা তৈরী করুন, যারা জামাতের সঙ্গে রয়েছেন ঠিকই; কিন্তু বয়আত ফর্মে সই করেন নি। তাদেরকে আর্থিক কুরবানিরও অন্তর্ভুক্ত করুন। স্বল্প হলেও তাদের কাছে চাঁদা নিন। তবশীর দপ্তরে এমন মানুষদের তালিকা পাঠিয়ে জানান যে, এরা বয়আত ফর্ম পুরণ করে নি; কিন্তু এমন মানুষদেরকে জামাতের অংশ করে তোলার চেষ্টা করুন।

পাম্পফ্লেট বিতরণ করা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেবল পামফ্লেট বিতরণ করলেই চলবে না; নতুন কোন উপায় বের করুন। শিক্ষিত যুবকদের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছে দিন। জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করুন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। বিভিন্ন উৎসব ও সমারোহ উপলক্ষে তাদেরকে উপহার দিন। অনুরূপভাবে অভাব-পীড়িতদের প্রতিও দৃষ্টি দিন এবং মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ। দীর্ঘ সময় পর এর পরিণাম প্রকাশ পায়। ক্লান্ত হলে চলবে না। ক্লান্ত হওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: অনেকে বয়আত করার কিছু কাল পর দূরে সরে যায়। তাদের সঙ্গে কিভাবে জামাতের অটুট সম্পর্ক স্থাপন করা যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন মানুষেরা সাময়িক আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব, এমন কোন উপায় বের করুন যাতে তাদের মধ্যে সেই আবেগ ও উদ্যম বজায় থাকে। নিত্য-নতুন অনুষ্ঠান হওয়া দরকার। প্রথমে কয়েক মাস তাদের তরবীয়ত করুন, তাদের তদারকি করুন এবং তারপরে বয়আত ফর্ম পুরণ করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতের সদস্যদেরকে এম.টি.এ-র সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। সমগ্র জামাত যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে। জামাত যেন এক দেহ এক প্রাণ হয়ে যায়। জামাতের মধ্যে ঐক্য তৈরী করা আপনার দায়িত্ব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই পঙক্তিটিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখবেন। ‘ বদতর বানো হর এক সে আপনে খেয়াল মেঁ এবং তাঁর ইলহাম -‘ তেরি আজিযানা রাহেঁ উসকো পসন্দ আয়িঁ’।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতসমূহে এম.টি.এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অন্যথায় আমার বক্তব্যসমূহের রেকর্ডিং তাদের কাছে পৌঁছে দিন। মানুষকে এবিষয়ের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলুন। এইরূপে খিলাফতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মজবুত হবে।

* এরপর জামাত আহমদীয়া শ্রীলঙ্কার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: শ্রীলঙ্কায় কিছু কিছু অঞ্চলে মুবাল্লিগদেরকে মোটর সাইকেলে করে যেতে হয়। যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: শ্রীলঙ্কার মুরুব্বীদের মোটর সাইকেল চালানোর অনুমতি একটি শর্তের উপর দেওয়া হয়েছে। সেটি হল তারা যেন হেলমেট পরে মোটর সাইকেল চালায় এবং সকল প্রকারের সাবধানতা অবলম্বন করে। দ্রুত গতিতে যেন গাড়ি না চালায়, মন্থর গতিতে চালায়।

শ্রীলঙ্কার আহমদীদের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তান থেকে আগত আহমদীদের, যারা স্থানীয় ভাষা জানে না। তাদের ইজতেমার অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: খুদ্দামদের ন্যাশনাল ইজতেমা একটিই হবে, যাতে পাকিস্তান থেকে আগত খুদ্দামরাও অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ তৈরী করে নিন। অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে আগত খুদ্দামদের প্রতিযোগিতা পৃথক হোক আর স্থানীয় খুদ্দামদের প্রতিযোগিতা পৃথক হোক; কেননা, তাদের ভাষা পৃথক পৃথক। কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অভিন্ন হোক। সকলে একসঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে। যেমন ক্রিকেটে দুটি দল গঠন করলে দুটি দলে পাকিস্তানি ও শ্রীলঙ্কান খুদ্দাম অংশ গ্রহণ করবে।

তরববীয়ত প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:তরবীয়তের জন্য প্রত্যেকের বাড়ি যাবেন। কোন জায়গায় যদি মীমাংসা করতে হয়, কোন বিবাদ থাকে, তবে সেখানে খাওয়া -দাওয়া করবেন না। কারো মনে যেন এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। যেভাবে হোক মীমাংসা করে দিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অঙ্গ সংগঠনগুলির কাজে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। খুদ্দামরা নিজেদের মত কাজ করবে। অনুরূপভাবে আনসার, লাজনারাও নিজেদের সংগঠনের প্রোগ্রাম করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ‘আমলা কমিটির’ (কার্যনির্বাহি কমিটি) মিটিং হোক বা অন্যান্য কোন জামাতীয় মিটিং হোক, সেই সময় যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আগে থেকে জানা থাকে যে, মিটিং দীর্ঘ হবে, তবে প্রথমে নামায পড়ে নিন এবং তারপর মিটিং অব্যাহত রাখুন।

এরপর পাকিস্তান থেকে আগত কয়েকজন কেন্দ্রীয় পদাধিকারীগণও একে একে অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মিটিং করেন। এই পদাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন, নাযির সাহেব যিয়াফত, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান, সৈয়্যদানা বেলাল কমিটির সেক্রেটারী।

৮ই আগস্ট, ২০১৭

আজকের দিনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সকাল সাড়ে দশটায়। রাবোয়া থেকে শ্রদ্ধেয় নায়েব নাযের রিশতা নাতা, অফিসার সাহেব খাযানা, নাযির তালিম হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে অফিসের কাজ কর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাক্ষাত করেন এবং হুযুরের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানের পর বিকেল ৫টা ১৫মিনিটে জামাতের সদস্যদের সঙ্গেও হুযুর আনোয়ার (আই.) সাক্ষাত করেন। আজ ৩৪ টি পরিবার থেকে ১৭০জন ব্যক্তি ছাড়াও আরও ১৫জন ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। সাক্ষাতের জন্য অতিথিরা

নিম্নোক্ত দেশগুলি থেকে এসেছিলেন। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, আবু ধাবি, যুক্তরাজ্য, ভারত, জার্মানী, নাইজেরিয়া, আইভোরিকোস্ট, নাইজার, গিনি কিরাকিরি, ইতালি, শারজা এবং ঘানা।

১১ ই আগস্ট, ২০১৭, শুক্রবার

সকালে হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। বেলা একটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ বায়তুল ফুতুহ আসেন যেখানে তিনি জুমআর খুতবা প্রদান করেন এবং জুমা ও আসরে নামায জমা করে পড়ান। এরপর তিনি মসজিদ ফযলে আসেন।

কাদিয়ান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কাদিয়ান থেকে আসা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়। এবছর কাদিয়ান থেকে নায়েব নাযেরগণ, অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ, লাজনা ইমাউল্লাহ এবং মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া) প্রতিনিধিবর্গ, মুবাল্লিগীন সিলসিলা, মুয়াল্লিম সিলসিলা এবং জামাতের বিভিন্ন অফিসের কর্মী ও কর্মকর্তা সহ মোট ১৯জন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করে। দলের প্রতিনিধিরা হুযুর আনোয়ার (আই.) সঙ্গে চিত্রগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

১২ই আগস্ট, ২০১৭

আজ সকালে অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুষ্ঠান ছিল বেলা দশটায়। সর্বপ্রথম ঘানার খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

এরপর আহমদীয়া লয়ার্স এসোসিয়েশন (জার্মানী)-এর সদর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

এরপর যারা সাক্ষাত করেন তারা হলেন-

আব্দুল ফাতেহ সাহেব, স্ট্রাকচরাল ইঞ্জিনিয়ার (ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্যের প্রকল্প), ফায়েয নওশেরওয়াঁ, আর্কিটেকক্ট এ.এম.জে সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডের কিছু নির্মাণ প্রকল্পের বিষয় নিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

এরপর নিউজিল্যান্ডের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব দপ্তরি বিষয় নিয়ে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত কালে হুযুর আনোয়ার (আই.) অকল্যান্ডে মসজিদ বায়তুল মুকিত সীমানার মধ্যে প্রস্তাবিত গেস্টহাউসের নকশাটি নিরীক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চেয়ে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন: আপনারা গেস্ট হাউস নিজেদের অর্থে তৈরী করবেন।

নিউজিল্যান্ডের প্রথম মাউরি আহমদী ম্যাথিউ আবু বাকার এবং তাঁর স্ত্রী ডোনালিন ডগলাসের ২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করা এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের বিষয়ে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, তাদের উভয়ের উপর ভাল প্রভাব পড়েছে। হুযুর বলেন, ঠিক আছে। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসুন, যাতে তারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জামাতের সঙ্গে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে আপনি নিজে প্রোগ্রাম তৈরী করুন। তাদের এলাকায় বেশি করে যাতায়াত করবেন। যোগাযোগের জন্য দল গঠন করুন আর এ বিষয়ে কোন জটিলতা থাকা কাম্য নয়। তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করুন যাতে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, নিউজিল্যান্ড জামাতের অধীনে টোকেলাও এবং কুক দ্বীপও রয়েছে। অতীতে এখানে বয়আত হয়েছে; কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল না। এখানে পুনরায় কাজ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের প্রভাবের কারণে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন : যাদের মাধ্যমে পূর্বে বয়াত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। উৎসাহ হারিয়ে ফেললে চলবে না, নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যান। ওয়াকফে আরযীর ব্যবস্থা করুন। ওয়াকফে আরযী করতে ইচ্ছুক খুদ্দাম, আনাসার (দ্বিতীয় শ্রেণীর) এবং লাজনাদের সন্ধান করুন। যদি কোন পরিবার ওয়াকফে আরযী করতে ইচ্ছুক হয়, তবে সেখানে চলে যাক।

নিউজিল্যান্ডে থাইল্যান্ড থেকে আগত অধিকাংশ আহমদীরা হ্যামিলটন-এর বসতি গড়ে তুলছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাদেরকে সংগঠিত করুন আর তাদের তরবীয়তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিন। অবিলম্বে সেন্টার নেওয়ার ব্যবস্থার করুন। তাদেরকে প্রথম দিন থেকেই স্বাবলম্বী হতে শেখান। চাকুরী বা কোন কাজের সন্ধান করতে তাদেরকে সাহায্য করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তবলীগ এবং তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে হিদায়াত দিতে গিয়ে বলেন: তবলীগের কাজে বেশি সময় ব্যয় করুন এবং তরবীয়তের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন। ফিজিয়ান এবং পাকিস্তানীদের মধ্যে ব্যবধান কম করুন। তরবীয়তের মানে ঘাটতি রয়েছে। এই কারণে অনেক সময় দোষত্রুটি ধামা চাপা দিয়ে বোঝাতে হয়। তর্জন করতে হলে সামান্য তর্জনের পর জামাতের সঙ্গে তাদেরকে সংযুক্ত রাখুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সদর এবং মুরুব্বীদের মাঝে মতবিরোধ থাকা অবাঞ্ছনীয়। যদি কোন বিষয়ে মত দ্বিমত থাকেও তবে তার প্রভাব জামাতের উপর যেন না পড়ে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) নির্দেশ দিয়ে বলেন: মুসতানসির সাহেবের (যুক্তরাজ্যের জামেয়া থেকে পাস করা মুরুব্বী) কাছ থেকেও কাজ নিন। তিনি ইংরেজি ভাষায় বেশ পারদর্শী।

এরপর সিরালিওনের আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কেনিমাতে হাসপাতাল স্থাপনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) জানতে চান যে, সেখানে কি ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হুযুর বলেন, হাসপাতাল নির্মাণের সময় এর নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে নিন। বিভিন্ন পর্যায়ে এর পরিকল্পনা তৈরী করুন।

তবলীগ ও তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সঠিক বয়আত হওয়া চায়। সংখ্য বৃদ্ধিতে আমার কোন আগ্রহ নেই। যারা আহমদী হচ্ছেন তাদের তরবীয়তের ব্যবস্থা করুন। তাদেরকে জামাতের চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি যে, অংশগ্রহণকারীরা কিছু না কিছু যেন অবশ্যই দেয়, যাতে তাদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে উঠে। এই ভাবে তারা নিজেদেরকে জামাতের অংশ মনে করবে।

সিরালিওনের আমীর সাহেব বলেন, সিরালিওনে মাকিনি নামে একটি শহরে একটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এর জন্য প্রথমে যথারীতি পরিকল্পনা তৈরী করুন এবং প্রাথমিক নিরীক্ষণ করে সম্ভাব্যতা রিপোর্ট তৈরী করে পাঠান। সিরালিওনের পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়েও হুযুর আনোয়ার (আই.) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর গিনি কিনাকিরির মুবাল্লিগ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। তবলীগ সংক্রান্ত বিষয়ে হুযুর তাঁকে হিদায়াত দিতে গিয়ে বলেন: তবলীগ করা বা বাণী পৌঁছে দেওয়ার সময়ই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে শরিয়ত বিহীন নবী বলে মান্য করি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৌলিক দাবিসমূহ এবং ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকা উচিত। মানুষ যেন তাঁর ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকে। এই বিষয়গুলি যদি তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তবে তারা বিরোধিতাও সহ্য করে নিবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেখানে যেখানে মুয়াল্লিমীন কাজ করেছে, সেখানে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখুন যে, সবাই কি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবি সম্পর্কে অবহিত আছেন। সকলের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেছেন যে, বিরোধীতা অবশ্যই হবে। কুয়েত এবং সৌদি আরবের পক্ষ থেকে বিরোধীতার প্রশ্ন সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাজ হল তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখা এবং বাণী পৌঁছে দিতে থাকা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারা যারা আহমদী হচ্ছেন তাদেরকে চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন। প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে কিছু না কিছু অবশ্যই যেন দেয়। সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার লক্ষ্য নয়। যারা আহমদী হচ্ছে তারা যেন প্রকৃত আহমদী হয় এবং আপনার জামাত ও ব্যবস্থাপনার অংশ হয়। সকলকে আপনার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাদের সঙ্গে নিরন্তন যোগাযোগ রাখুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে মানুষদেরকে পাকিস্তান এবং ইন্ডোনেশিয়ায় জামাতের বিরোধীতার ভিডিও দেখান এবং অন্যান্য দেশের জামাতের সদস্যদের অবিচলতার ঘটনা শোনান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে দুই সপ্তাহ জামাতগুলি পরিদর্শনের জন্য যাওয়া উচিত। স্থানীয়ভাবেও নিজেদের মুয়াল্লিম তৈরী করুন। তাদেরকে বিশ্বাসগত দিক থেকে এতটাই পোক্ত করে তুলুন যে, তারা যেন আর পশ্চাদপদ না হয়। যারা মাধ্যমিক স্কুল পাস করেছে, তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করে মুবাশ্বির বা শাহেদ কোর্সে পড়ার জন্য ঘানার জামেয়ায় পাঠিয়ে দিন।

মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন: দশটি ছোট এবং একটি বড় মসজিদের পরিকল্পনা তৈরী করে আমাকে পাঠান।

হুযুর বলেন: পাঁচ জন যোগ্য ছাত্রদেরকে বৃত্তি দিয়ে ইউনিভার্সিটি

পাঠান। এর জন্য প্রথম দুই বছরের পরিকল্পনা তৈরী করে পাঠান। আমি খরচ দিব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বুর্কিনাফাসোতে যখন জামেয়া চালু হয়ে যাবে, তখন সেখানে চলে যাবে, কিন্তু শাহেদের জন্য এবং কুরআন হিফযের জন্য ঘানা যেতেই হবে।

হুযুর বলেন: আপনার জামাতগুলিতে এম.টি.এ লাগানোর ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক সদস্যকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন।

হুযুর বলেন: আদর্শ গ্রাম তৈরী করার চেষ্টা করুন। এর জন্য আই.এ.এ.এ.ই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিকল্পনা তৈরী করুন।

প্রাথমিক স্কুল স্থাপন প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রথমে দুটি করে শ্রেণীকক্ষ তৈরী করে ছোট পর্যায়ে কাজ আরম্ভ করুন। এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর প্রকল্প আরম্ভ করুন এবং ক্রমশঃ এটিকে বিস্তার দান করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন এবং বিরোধীদেরকে বলুন যে, আমরা তোমাদের বিরোধী নয়, বরং আমরা মুসলমান হিসেবে সব থেকে বেশি বিশ্বস্ত। বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক থাকা উচিত। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। সেখানকার নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখুন। সকলে যেন এবিষয়ে অবগত থাকে যে, আহমদীরা দেশের সব চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

হুযুর গিনি কিনাকিরিতে আরও মুবাল্লিগ পাঠানো নির্দেশ দেন এবং জলসা সালানাতেও তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ দেন। এবোলা আক্রান্ত শিশুদের বিষয়ে তিনি বলেন: দশ পনের জন শিশু নির্বাচন করে নিয়ে তাদের শিক্ষার খরচ প্রদান করুন।

এরপর জাপানের মুরুব্বী সিলসিলা সাবাহুয যাফর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাকে টোকিওতে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেখানে কোন পক্ষ অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। আপনি সেখানে নিরপেক্ষ থাকবেন। সেখানে পুরোনো আহমদী পরিবারের বাস। তাদেরকে নিজের কাছে নিয়ে আসুন। তাদের সন্তানদের বিয়ে হচ্ছে। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দান করুন। জামাতের অনুষ্ঠানে সামিল করুন আর যেখানে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে বিচক্ষণতার সাথে সংশোধনের চেষ্টা করুন।

হুযুর বলেন: যারা পিছু হটেছে, তাদেরকে গিয়ে বলুন যে, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে ঐক্য তৈরী না হবে, 'রুহমাও বাইনাহুম' হবে না। আপনি কিছুই করতে পারবেন না, কোন উন্নতি হবে না। একাত্ম হয়ে কাজ করুন। তারপর দেখুন কিভাবে জামাত উন্নতি করে।

টোকিওতে মসজিদের জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিরীক্ষণ করতে থাকুন, রিয়েল স্টেটের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের প্রোগ্রাম তৈরী করুন। সেখানকার পরিস্থিতি মাথায় রেখে দেখুন যে, কি কি উপায়ে তবলীগ করা যায় এবং বাণী পৌঁছে দেওয়া যায়। পথ খুঁজে বের করা আপনার কাজ।

এরপর আহমদীয়া আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (ইউরোপ)-এর চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় আকরম সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করেন। এসোসিয়েশনের অধীনে সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত সৌর বিদ্যুৎ, জলের পাম্প, আদর্শ গ্রাম এবং নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন যে সমস্ত প্রকল্প চলছে সেগুলি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে তিনি দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

১৩ই আগস্ট, ২০১৭

হুযুর (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতানুষ্ঠান আরম্ভ হয় সকাল সাড়ে দশটায়। সর্ব প্রথম যুক্তরাজ্যের লাজনা সদর সাক্ষাতের সুযোগ পান।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলা শ্রদ্ধেয় আব্দুর রহমান চাম সাহেব সাক্ষাত করেন। তিনি গাম্বিয়ান বংশোদ্ভূত। ২০১৫ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের জামেয়া থেকে শাহেদের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি গাম্বিয়াতে মুবাল্লিগ হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন: জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। এখন সরকার বদলে গেছে । মানুষের সঙ্গে বেশি করে সম্পর্ক রাখা উচিত। এম.টি.এ আফ্রিকার বিষয়ে এই বিভাগের ইনচার্জের কাছে দিক-নির্দেশনা নিন এবং তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন। লাজনা, খুদ্দাম ও আনসারবৃন্দ নিজেদের পরিসরে নিজেদের মত কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। তারা যুগ খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকে। আপনি জামাতের সদস্য হিসেবে কাজ নিবেন। আপনি খুদ্দামদের সাহায্যও করবেন; কিন্তু তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিবেন না। হুযুর বলেন: যুবক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলুন। তাদের প্রশিক্ষনের জন্য প্রোগ্রাম তৈরী করুন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার যে অঙ্গীকার রয়েছে তা তাদের মনে বদ্ধমূল করুন যে, আপনারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, পূর্ণ আনুগত্য এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছেন। হুযুর বলেন: অন্যান্য ফির্কার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে হবে। মানবতা সবার উর্দ্ধে। ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কুরআন করীমে -'লা- ইকরাহা ফিদ্দীন'- এর শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে । মানবতার খাতিরে আপনি সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। মহানবী (সা.) নবুয়তের পূর্বে আরবদের অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'হিলফুল ফুযুল' চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর একবার তিনি পুনরায় জানিয় দেন যে, যদি এই চুক্তি পুনঃনির্ধারিত হয় তবে তাতে আমি অংশগ্রহণ করব। মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। আসল বিষয় হল নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করা।

এরপর বেলিযের মুবাল্লিগ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আধিকারিক সাক্ষাতের সুযোগ পান। রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন হয়ে ওঠে নি; কিন্তু যে পুরোনো রেজিস্ট্রেশন ছিল তার ভিত্তিতে আমরা ছাড় পেয়েছি। আমরা সেন্টার এবং মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করতে পারি। হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করার পর রিপোর্ট পাঠান যে, জমির মূল্য কত, কোথায় অবস্থিত, শহর থেকে কতটা দূরে, জমির আয়তন কত এবং কোন এলাকায় পড়ে- এই সব কিছুর খোঁজ-খবর নিয়ে রিপোর্ট পাঠান। হুযুর বলেন: এফ.এম রেডিও চালানোর জন্য লাইসেন্স পাওয়া যেতে পারে না? এবিষয়েও জানুন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: কানাডার জামেয়া থেকে ছুটিতে আসা ছাত্রদেরকে আমরা যদি সঙ্গে নিই, তবে গোটা দেশে লিফলেট বিতরণ করতে পারব। হুযুর আনোয়ার বলেন: ছোট ছোট গ্রাম-গঞ্জগুলিতে যান। এছাড়াও শহরতলির এলাকাগুলিতে যান। এখানে বসবাসকারীরা সরল প্রকৃতির হয়ে থাকেন এবং এদের মধ্যে বস্তুববাদিতা ততটা প্রবল হয় না। এদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন, বন্ধুত্ব করুন এবং তারপর তবলীগের পথ নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। কেবল তবলীগের উদ্দেশ্যে যাবেন না, প্রথমে স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক তৈরী করুন, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। পরে তবলীগ নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

নওমোবাঈনদের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: নওমোবাঈনদের তিন বছর তরবীয়তের মধ্যে রাখুন। তিন বছর পর তারা মূল ধারার অংশে পরিণত হবে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হবে। যদি ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যেই মূল ধারার অংশে পরিণত করেন, তবে তারা দূরে চলে যাবে। এই কারণে এখন তাদের তত্ত্বাবধান ও তরবীয়ত করুন এবং তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

লাজনাদের ক্লাসের বিষয়ে হুযুর বলেন: লাজনাদের ক্লাস পৃথকভাবে করুন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বাস্কেট বল টুর্নামেন্টের বিষযে হুযুর বলেন: এটি ভাল প্রোগ্রাম। গ্রুপের সংখ্যা বাড়াতে হলে বাড়ান। তবলীগের একটি ভাল মাধ্যম হয়ে সামনে এসেছে। টুর্নামেন্টের জন্য মেক্সিকোর যাওয়ার যে খরচ হয় তা যথারীতি বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করুন।

নওমোবাঈনদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: নওমোবাঈনদের জন্য এক-দুই সপ্তাহের রিফ্রেশর কোর্সের ব্যবস্থা করুন। এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করুন যে, যে মসীহ্‌র আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি এসে গেছেন। যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল সে তিনিই। তাঁর মর্যাদা নবীর সমান। তিনি ছায়া নবী। যারা বয়আত করতে প্রস্তুত হয়, মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে তাদের অবহিত থাকা উচিত। তিনি কি বিষয়ে দাবি করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা দরকার।

বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে হুযুর বলেন: বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সর্বত্রই সমস্যা রয়েছে। মেক্সিকান এবং স্পেনিশ দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করতে চায়। চেষ্টা করবেন অধিকাংশ বিয়ে নিজেদের মধ্যেই যেন হয়। বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তো আর কঠিন শর্তাবলী আরোপ করা সম্ভব নয়। তাদের সঙ্গে আপনাকে পূর্বের তুলনায় আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে হবে, যাতে তাদের কেউই যেন নষ্ট না হয়। তাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন বিপথে না যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেই সব শিশুদের যদি স্কুলের পড়াশোনার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে পাঠান যে, এত পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। চেষ্টা করবেন কোন আহমদী শিশু শিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 15 Mar, 2018 Issue No.11

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মুবাল্লিগ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ধর্ম শিক্ষা দেয়, ক্ষমা কর এবং অপরাধে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে শাস্তিও দাও, যাতে তার সংশোধন হয়। সংশোধন করাই হল মূল উদ্দেশ্য। ক্ষমা দান অথবা শাস্তিদান যে উপায়ে সংশোধন সম্ভব সেটি অবলম্বন কর। আমাদের কাজ হল ধর্মের শিক্ষা বর্ণনা করা। যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে সেটি তার ইচ্ছা। হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমন হত্যার অপরাধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অপরাধীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। জামাত কেবল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সরকারের কাজ হল ধরে শাস্তি দেওয়া। যদি যাবজ্জীবন শাস্তির বিধান থাকে তবে তাই দেওয়া উচিত। এই কাজ সরকার ও প্রশাসনের। এখন তাদেরকে ইসলামের শাস্তি-বিধানের পথ অবলম্বন করতে হবে। 'প্রাণের বদলে প্রাণ'- এই নীতি অবলম্বন করলে অপরাধ হ্রাস পাবে।

এরপর সেনেগালের আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। আমীর সাহেব বলেন, শহরের বাইরে আমাদের কাছে বড় আকারের একটি ভূ-খণ্ড রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং জামাতের সেন্টার তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: যে পরিকল্পনা রয়েছে তা তৈরী করুন। নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে করতে হবে। আর্কিটেক্ট গিয়ে জায়গাটি পরিদর্শন করবেন তারপর সমীক্ষা করবেন। আপনারা যে নকশা বানিয়েছেন সেটি আর্কিটেক্ট বিভাগকে দিন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেখানে জামাত রয়েছে, সেখানে আপনি ছোট ছোট মিশন হাউস এবং মসজিদ তৈরী করতে পারেন। যেখানে আপনার কাছে জমি রয়েছে অথবা জায়গা পেয়েছেন, সেখানে প্রাথমিক নিরীক্ষণ করে দেখুন যে, ছোট আকারে মসজিদ ও মিশন হাউস তৈরী করতে কত খরচ পড়বে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। বেশি করে ফিল্ড ওয়ার্ক করুন। রেডিও স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি আবেদন দিয়ে দিন। প্রসেসিংয়ে সময় লাগবে। বুর্কিনাফাসোর মানুষদের এবিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাছ থেকে জেনে নিন যে, কি কি বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং কিভাবে এটি স্থাপন করতে হয়।

হুযুর বলেন: আরও মুবাল্লিগের নেওয়ার জন্য তবশীর বিভাগকে লিখিত জানান।

১৪ই আগস্ট, ২০১৭

আজ নাযের সাহেব আলা, নাযের সাহেব দিওয়ান, তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটের প্রবন্ধক, হোমিওপ্যাথি বিভাগের ইনচার্জ, রিভিউ অফ রিলিজিয়নসের সম্পাদক, এডিশিনাল ওকীলুল মাল (লন্ডন) এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর (লন্ডন) এবং ফিলিপাইনের সদর মুবাল্লিগ সিলসিলা ক্রমানুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আধিকারিক সাক্ষাত করেন।

সাক্ষাতের সময় ফিলিপাইনের সদর জামাত এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন: অনেকে যারা শরণার্থী হিসেবে থাকছে, তাদের কেস পাস হওয়ার পর পরবর্তীকালে তারা অন্য কোন দেশে যেতে পারে না। এই কারণে তারা বিচলিত হন আর কাজও করে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে থেকে পরিশ্রম করতে হয় আর উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়। যদি পরিশ্রম ও কাজ করে সেখানে না থাকতে পারে, তবে তাদেরকে বলে দিন, তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া উত্তম।

শুরার ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: ফিলিপাইনে শুরার ব্যবস্থাপনা আরম্ভ করুন। নিয়মানুসারে ন্যাশনাল আমেলার সদস্য, জামাতের সদরগণ এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করবে। আপনি 'তাজনীদ' থেকে ৭০ জন সদস্যের শুরা মজলিস গঠন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি নতুন জামাত। সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ধীর গতিতে এগোতে হবে। তরবীয়তের জন্য একটি ছোট আকারে পরিকল্পনা করুন এবং একটি বড় আকারের পরিকল্পনা করুন। ছোট পরিকল্পনায় নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হোক, কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বৈঠকগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিন। তাদেরকে জামাতের কাজের অংশ করে নিন। খুদ্দামদেরকে খেলাধুলায় সামিল করুন। তাদের চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করুন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাদের সামনে এম.টি.এর গুরুত্ব তুলে ধরুন এবং এর সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করুন।

ফিলিপাইনে মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। খুতবার অনুবাদের বিষয়ে হুযুর বলেন: স্থানীয় ভাষায় খুতবার অনুবাদ করে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিন এবং পরের জমুায় অডিও-ভিডিও জামাতে দেখানোর ব্যবস্থা করুন। জামাতে জামাতে এম.টি.এর ডিশ লাগানোর বিষয়ে হুযুর কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর বলেন: দুই-চার জন সদস্যকে তবলীগের জন্য প্রশিক্ষন দিন। পরে ক্রমশঃ আপনার দলের আয়তন বৃদ্ধি পাবে। জামাতের বাণী পৌঁছানোর জন্য ব্রাউশার বিতরণ করুন। মানুষকে অবগত করুন যে, মসীহ এসে গেছেন। তাদের সামনে মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা বর্ণনা করুন। যে অতিথিটি আপনার সঙ্গে এসেছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তবলীগ করুন। সে তবলীগ করতে আগ্রহী। শহরের বাইরে গিয়ে তবলীগ করুন। গ্রামের দিকে যান। এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যা সত্য ভিত্তিক হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত ঈসা (আ.)-এর ১২ জন শিষ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.)-এরও ১২ জন শিষ্য ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ওয়েম্বলে সম্মেলনে ১২ জন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে এনেছিলেন। হুযুর বলেন: আপনারাও তবলীগের জন্য, বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং অন্যদের তরবীয়তের জন্য ১০-১২ জনকে তৈরী করুন। যেখানে জামাত রয়েছে সেটিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। এরপর এগিয়ে চলুন এবং আরও কর্মকেন্দ্র তৈরী করতে থাকুন। প্রথমে একটি জায়গায় ভিত গড়ে তুলুন। তারপর পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। হুযুর বলেন: একটি হল সাধারণ তবলীগ। সেটি অব্যাহত রাখুন, প্রত্যেকের কাছে এবং সর্বত্র বাণী পৌঁছে দিন। প্রাথমিক সফলতা লাভের পর সকলেই আহমদীয়াত এবং এর বাণী সম্পর্কে অবগত থাকবে। আরও একটি তবলীগ হল, জামাত যেন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অবিচল হয়। জামাতের মধ্যে সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তারা সুসংগঠিত এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়। হুযুর বলেন: ফিলিপাইনে ইন্ডোনেশিয়ানরাও আছে নিশ্চয়। তাদের কাছে কিভাবে তবলীগ করবেন সে বিষয়ে খতিয়ে দেখুন। পাঁচ-সাত বছর সমীক্ষা করতেই কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে পাঁচ-সাত জন কাজের মানুষও পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কারাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং যোগাযোগ করার সময় বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিন। প্রথমে সমীক্ষা করে দেখুন এবং পরে বিচক্ষণতাপূর্বক তাদেরকে বাণী পৌঁছে দিন। জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। পুলিশ কমিশনার, সেনা, ব্যুরোক্রেটসদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। যে সমস্ত ভিডিও রয়েছে সেগুলি তাদেরকে দেখান। পার্লামেন্টের ভাষণ, ক্যাপিটাল হিলে ভাষণ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানে ভাষণ সম্বলিত দশ-পনের মিনিটের ভিডিও তাদেরকে দেখান। এর সঙ্গে ব্রাউশারও তাদেরকে দিন। তার জানতে পারবে যে, জামাত কি কি সেবামূলক কাজ করছে।

হুযুর বলেন: বছরে একবার কোন ভাল হোটেলে অনুষ্ঠান বা সেমিনার করুন। শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত করুন। অনুরূপভাবে এলাকার প্রমূখ মৌলবীদের আহ্বান করুন। জনসংযোগের জন্য এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। এই কাজের জন্য আপনার কাছে বাজেট থাকা চায় আমার ভাষণ দেখান। এ সম্পর্কে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরুন।

কুরআন করীমের অনুবাদের বিষয়ে হুযুর বলেন: কুরআন করীমের অনুবাদ করে থাকলে প্রকাশনার ব্যবস্থা করুন।

হুযুর বলেন: হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রকল্পের কাজ কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে করুন। এর জন্য তবশীর বিভাগকে প্রোগ্রামসূচি লিখে পাঠান।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir